

## অধ্যায়-১: পৌরনীতি ও সুশাসন পরিচিতি

**প্রশ্ন ১** তানভীর ও রাশেদ দুই বন্ধু। তারা দু'জনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সব বিষয়ের প্রতি তানভীরের আগ্রহ বেশি। অন্যদিকে, রাশেদ সব সময় মুদ্রাব্যবস্থা, আয়-ব্যয়, বাজেট তৈরি, সম্পদের সুস্থ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। তাই কলেজে তারা পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করে। তানভীর ও রাশেদ পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করে লক্ষ করল বিষয় দু'টি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক।

(ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮। প্রশ্ন নং ১)

- ক. রাষ্ট্র কী? ১
- খ. শব্দগত অর্থে পৌরনীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. তানভীর ও রাশেদ কোন দু'টি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. তানভীর ও রাশেদের মত তুমিও কি মনে কর বিষয় দুইটি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য অভিন্ন? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্র এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন যার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সংগঠিত সরকার, সার্বভৌমত্ব এবং কম অথবা বিপুল জনসংখ্যা রয়েছে।

**খ** শব্দগত অর্থে পৌরনীতি হলো নগররাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে দুটি ল্যাটিন শব্দ- Civis ও Civitas থেকে। Civis অর্থ 'নাগরিক', আর Civitas অর্থ 'নগররাষ্ট্র'। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে নগররাষ্ট্র ও নগরবাসী সম্পর্কিত রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে জ্ঞানের যে শাখা গড়ে উঠেছে তাই পৌরনীতি। সংস্কৃত ভাষায় নগরকে 'পুর' বা 'পুরী' এবং নগরের অধিবাসীদের 'পুরবাসী' বলা হয়। আর পৌর হচ্ছে 'পুর' এর বিশেষণ যার অর্থ পুর বা নগর সংক্রান্ত বিষয়। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স, স্পার্টা ইত্যাদি ছিল এক একটি নগররাষ্ট্র। তবে বিশ্বের বর্তমান রাষ্ট্রগুলো প্রাচীন গ্রিসের 'নগররাষ্ট্রের' (City-State) মতো ছোট ও সরল নয়।

**গ** উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী, তানভীর পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রতি, আর রাশেদ অর্থনীতি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী।

পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে সরকারের সংগঠন ও পদ্ধতি, সংবিধান এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এটি নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে। অন্যদিকে, অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, বিনিময়, বিতরণ, ভোগ ও ভোক্তার আচরণ এবং মানুষের অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, দুই বন্ধু তানভীর ও রাশেদ একই কলেজে দুটি ভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা এগুলোর প্রতি তানভীরের আগ্রহ থাকায় সে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি নিয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব কাজ করে তার সবকিছুই এর

অন্তর্ভুক্ত। আবার পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি বা বিষয়বস্তু কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, মুদ্রা ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়, বাজেট তৈরি, সম্পদের সুস্থ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি রাশেদ বেশি আগ্রহী। এটি অর্থনীতি বিষয়টিকেই নির্দেশ করে। কেননা, অর্থনীতি নাগরিকদের অর্থ উপার্জন, অর্থ ব্যয় এবং সীমিত অর্থে কীভাবে বহুবিধ চাহিদা পূরণ করতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

**ঘ** হ্যাঁ, তানভীর ও রাশেদের মত আমিও মনে করি বিষয় দুইটি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি বিষয় দুটি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয়ই সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পৌরনীতি ও সুশাসনকে বলা হয় নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান, আর অর্থনীতিকে বলা হয় অর্থনীতি বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, আচরণ, প্রত্যাশা প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে। আর অর্থনীতি নাগরিকের সুবিধার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উভয়ের লক্ষ্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা।

প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যার যেমন অর্থনৈতিক দিক রয়েছে, তেমনি প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যার রয়েছে রাজনৈতিক দিক। তাই রাজনীতিবিদদের অর্থনৈতিক জ্ঞান এবং অর্থনীতিবিদদের রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা দরকার। সমাজসেবা, সমবায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সম্পদের বন্টন, উৎপাদন ইত্যাদি পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রেই গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে। অন্যদিকে, অর্থনীতি মানুষের জীবনে অভাব ও চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপনে সহায়তা করে থাকে। এভাবে এ দুটি বিষয় নাগরিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য কাজ করে। একটি দেশের রাজনৈতিক সংগঠনের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি সে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোনো দেশের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সমানভাবে সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো নাগরিকের সার্বিক মজালের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসংস্থান, মজুরি, সমবায় আন্দোলন, কর-খাজনা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজগুলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে গভীরভাবে পরস্পর সম্পর্কিত দুটি বিষয়।

**প্রশ্ন ২** রাফি একাদশ শ্রেণিতে মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু বিষয় বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে সে তার বাবার কাছে পরামর্শ চাইল। তিনি তার সন্তানকে সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন এবং নাগরিক অধিকার ভোগ ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের জন্য নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়কে পাঠ্য হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। তখন রাফি তার বাবাকে বলল, এ বিষয়ে অনার্স পড়ার তো কোনো সুযোগ নেই। রাফির বাবা বললেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতার একটি বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ আছে।

(রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-১৮। প্রশ্ন নং ১)



- ক. সুশাসন কী? ১  
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে রাফির বাবা যে বিষয়টি বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর— বস্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

**খ** আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবার সমান হওয়া এবং সব কিছুর ওপরে আইনের প্রাধান্যের স্বীকৃতিকে বোঝায়।

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। আইনের শাসন ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

**গ** উদ্দীপকে রাফির বাবা তাকে পাঠ্য হিসেবে যে বিষয়টি বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন।

মানুষ যেসব প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস ও কার্যাবলি এবং চেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে পৌরনীতি ও সুশাসন সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি নাগরিকদের সামনে সমস্যা ও জটিলতা বাড়ছে। তাই পৌরনীতির আলোচনার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। আগের মতো এর বিষয়বস্তু শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই, বরং নাগরিকের কল্যাণসংশ্লিষ্ট সব দিকে বিস্তৃত হয়েছে। সুনাগরিকের গুণাবলি এবং নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পৌরনীতি ও সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

উদ্দীপকের রাফি একাদশ শ্রেণিতে মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছে। বিষয় বেছে নেওয়ার জন্য সমস্যায় পড়লে সে তার বাবার কাছে পরামর্শ চায়। রাফির বাবা তাকে সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন এবং নাগরিক অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের জন্য নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়কে পাঠ্য হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন, যা পৌরনীতি ও সুশাসনকেই ইঙ্গিত করে। এছাড়া তিনি বলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতার একটি বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ আছে, যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। রাফির বাবার আলোচ্য বিষয়গুলো অর্থাৎ নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট সব বিষয় নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। তাই কোনো নাগরিক যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে চায় তবে তার উচিত পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা।

**ঘ** 'উদ্দীপকের দুটি বিষয় তথা পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর'— বস্তব্যটি যথার্থ।

'পৌরনীতি ও সুশাসন' এবং 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' সামাজিক বিজ্ঞানের একই শাখার দুটি অংশ। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য এবং নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করে। অপরদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নাগরিকের রাজনৈতিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রাষ্ট্র, সরকার, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, নির্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি পৌরনীতি ও সুশাসনেও আলোচিত হয়। সুতরাং, উভয়ের আলোচ্য বিষয় কার্যত এক ও অভিন্ন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একাদশ শ্রেণির ছাত্র রাফির বাবা তাকে নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় পাঠ্য হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ একটি বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, তিনি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে বিষয় দুটির মধ্যে সম্পর্কের কথা বলেছেন। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগত ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। উভয়

শাস্ত্রেই সাধারণ কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়। যেমন— সংবিধান, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকার, প্রশাসন, স্বাধীনতা, আইন, সাম্য, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। তবে পৌরনীতি ও সুশাসন অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক এবং তার পরিসর দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত, পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিজ্ঞান। আর নাগরিক ও রাষ্ট্র একটি অবিচ্ছেদ্য ধারণা। রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান নাগরিক। নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্র হতে পারে না। আবার রাষ্ট্র ছাড়া নাগরিকের ধারণা অর্থহীন। এ হিসেবে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

**প্রশ্ন ৩** জনাব শিহাব একজন বাংলাদেশি নাগরিক। কিন্তু কাজের জন্য তিনি বিদেশে অবস্থান করেন। অবসর সময়ে তিনি টিভিতে বাংলাদেশের খবরাখবর মনোযোগ সহকারে দেখেন। নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ তাকে দেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তোলে। তিনি লাইব্রেরি থেকে বাংলাদেশের একটি সংবিধান ক্রয় করেন।

(জা. বো. ১৭১ প্রশ্ন নং ৮/)

- ক. সাম্যের সংজ্ঞা দাও। ১  
খ. আইনের শাসন কীভাবে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে? ২  
গ. জনাব শিহাবের মতো দেশ সম্পর্কে জানতে কোন বিষয় তোমাকে সাহায্য করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. সবাই জনাব শিহাবের মতো সচেতন নাগরিক হলে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? ৪  
মতামত দাও।

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারই হলো সাম্য।

**খ** আইনের প্রাধান্য রক্ষা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে আইন প্রয়োগ করে আইনের শাসন নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে।

আইন নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের মাধ্যমে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার নাগরিক স্বাধীনতাকে প্রসারিত করে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নাগরিক স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করে। এছাড়া ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে সভ্য, সুন্দর ও মুক্ত জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

**গ** সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সচেতন নাগরিকরা নিজের দেশকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণধর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান। তাই সবাই জনাব শিহাবের মতো সচেতন নাগরিক হলে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো সুশাসন। আর সুশাসনের লক্ষ্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন। নাগরিকরা সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অনেকটাই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যেক নাগরিক দেশের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে আইনের শাসন মানা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারে।

সচেতন নাগরিক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। সচেতন নাগরিকরা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণেও ভূমিকা রাখে, আর এটি সুশাসনের প্রধান উপাদান। সচেতন নাগরিকরা দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং দেশের প্রচলিত ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধের চর্চা করে। পাশাপাশি সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমতা ইত্যাদি গুণের চর্চার মাধ্যমে



গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আবার সচেতন নাগরিক দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলে এবং অন্যদেরকেও এ কাজে উৎসাহিত করে। ফলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশ ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অনেক। এর মধ্য দিয়েই নাগরিক জীবন সুসংহত ও উন্নত হয়। আর রাষ্ট্রে নাগরিক জীবন উন্নত হলে সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিবেশই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

**প্রশ্ন ৪** নিলয় একটি দেশের সরকার, নাগরিক, স্বাধীনতা, আইন, রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য একটি বিষয় পাঠ করেছে। তার বন্ধু নিবিড় সমাজনীতি, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, জাতি সম্পর্ক ইত্যাদি জানার জন্য আরেকটি বিষয় পাঠ করেছে।

(সি. বো. '১৭/১৩৯ নং ১/)

- ক. পৌরনীতি ও সুশাসন কোন ধরনের বিজ্ঞান? ১
- খ. জেভার স্টাডিজ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে নিলয় ও নিবিড়ের পাঠ্য বিষয়বস্তু কি অভিন্ন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে নিলয় এর পঠিত বিষয়টি কী? এটি ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।

**খ** জেভার স্টাডিজ বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যা লৈঙ্গিক বিষয়গুলো বা নারী-পুরুষের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করে।

জেভার স্টাডিজের উদ্দেশ্য হলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের জন্য বিশেষ করে সরকারি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করা। কীভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে, কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেসব বিষয় নিয়েও জেভার স্টাডিজ আলোচনা করে। জেভার স্টাডিজের বস্তুত্ব হচ্ছে, রাষ্ট্র কোনোভাবে শুধু নারী বলে একজন মানুষকে অবজ্ঞা, অবহেলা এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এ বিষয় অধ্যয়নের লক্ষ্য হচ্ছে নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ করে সত্যিকার মানবাধিকারভিত্তিক একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

**গ** উদ্দীপকের নিলয় ও তার বন্ধু নিবিড় যে বিষয় দুটি পাঠ করেছে তা হলো পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

সমাজবন্ধ মানুষের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক জীবনের আলোচনা, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে থাকে সমাজবিজ্ঞান। অপরদিকে, সমাজবন্ধ মানুষের অর্থাৎ নাগরিকের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আচরণ ও কার্যাবলি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করে পৌরনীতি ও সুশাসন। এ কারণেই পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান উভয়েই একে অপরের পরিপূরক। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও নাগরিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। অপরদিকে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ, মূল্যবোধ, সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে পৌরনীতি ও সুশাসনের অধ্যয়নকে সমৃদ্ধ করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। নাগরিকতার ধারণা এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান উভয়েরই আলোচ্য বিষয়। তবে সমাজবিজ্ঞানের পরিধি পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি অপেক্ষা বৃহত্তর। অনেক পৌর ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়বস্তু। পৌরনীতি ও সুশাসনকে সমাজবিজ্ঞানের অংশরূপে বর্ণনা করা গেলেও উভয় বিজ্ঞানই পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদির উৎপত্তি ও

বিবর্তন সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসনকে তথ্য সরবরাহ করে। অনুরূপভাবে পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজবিজ্ঞানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে।

উপরের আলোচনার শেষে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

**ঘ** উদ্দীপকে নিলয়ের পঠিত বিষয়টি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন, যা ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, নিলয় একটি দেশের সরকার, নাগরিক, স্বাধীনতা, আইন, রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য একটি বিষয় পাঠ করেছে। সে মূলত পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠ করেছে। কারণ এগুলো পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। আর একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির ভূমিকা অপরিহার্য।

বর্তমানকালে পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অধিক। নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে এমন সব কিছু এবং নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের প্রায় সব দিক নিয়েই পৌরনীতি পর্যালোচনা করে। কোনো রাষ্ট্রের জনগণ পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারে। যা তাদেরকে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলে। পৌরনীতি পাঠের ফলে নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। আবার পৌরনীতি ও সুশাসন জাতীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে শাসকগণ শাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তারা সুশাসন কায়েম করতে পারেন। আর রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে আর কোনো বাধা থাকে না। তাছাড়া নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পৌরনীতির ভূমিকা অনন্য। এর ফলে একজন নাগরিক দেশের মজালের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও ভয় পায় না। আর এ কারণেই বলা হয় পৌরনীতির জ্ঞান ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন ৫** জনাব নাইম যুব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করতে গিয়ে যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি এগুলোর প্রতি তোমাদের কিছু কর্তব্যও রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে জানতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। (সি. বো. '১৭/১৩৯ নং ২/)

- ক. সিভিস ও সিভিটাস শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. পৌরনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক ই.এম. হোয়াইটের সংজ্ঞা কী? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. নাইম কোন বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মি. নাইমের শেষোক্ত বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সিভিস ও সিভিটাস শব্দের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র।

**খ** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতিমান লেখক ই.এম. হোয়াইট (Ebe Minerva White) তার 'The Philosophy of Citizenship' গ্রন্থে পৌরনীতিকে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার মতে, পৌরনীতি মানবজ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে যুক্ত প্রতিটি বিষয় পর্যালোচনা করে। তিনি আরও বলেছেন, যে শাস্ত্র নাগরিকতার সঙ্গে যুক্ত সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে, তাই পৌরনীতি।



গ। সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব নাইমের শেষোক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

জনাব নাইম সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তার এ কথা খুবই যৌক্তিক। কেননা, পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা বাড়ে, গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়, দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এ বিষয়গুলোর চর্চার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। কারণ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য হলো জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দায়িত্বশীলতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা। আর সুশাসনের এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে কার্যকর করার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠ করা প্রয়োজন।

জনাব নাইমের সার্বিক বক্তব্যে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে। তিনি নাগরিকদের অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালনের বিষয়ে যুবকদের সচেতন করার চেষ্টা করছিলেন। কেননা, সূনাগরিক হওয়ার জন্য নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য উভয়টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি ভালো করে পাঠের মাধ্যমে তা সম্ভব। অধিকার কী, একজনের অধিকার কীভাবে অন্যের কর্তব্য হয় এবং কীভাবে তা পালন করতে হয় তার পরিপূর্ণ শিক্ষা আমরা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমেই কেবল জানতে পারি। আর সেই শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকদের পক্ষেই কেবল সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে জানতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য— জনাব নাইমের এ বক্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক।

প্রশ্ন ৬। জাহিন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। সে তার পাঠ্যবিষয় হিসেবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেছে নিয়েছে। এর প্রথমটি রাষ্ট্রে একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে, আর অন্যটি শিক্ষা দেয় কীভাবে একজন নাগরিক আয় ও ব্যয়ের সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবনকে সমৃদ্ধ করবে।

- |  |   |
|--|---|
| ক. নাগরিকতা কী?  | ১ |
| খ. তুমি কীভাবে একজন স্থানীয় নাগরিক?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।              | ৩ |
| ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় দুটি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত'—<br>ব্যাখ্যা করো। | ৪ |

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পায় তাকে নাগরিকতা বলে।

খ। আমি স্থানীয়ভাবে রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি এবং এর বিনিময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করি। এ সূত্রে আমি একজন স্থানীয় নাগরিক।

স্থানীয়ভাবেই ব্যক্তির নাগরিক জীবন শুরু হয়। স্থানীয় এলাকায় বসবাস করতে গিয়ে নাগরিকের সাথে কতগুলো প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নাগরিক কতগুলো সেবা গ্রহণ করে এবং এই সেবার বিনিময়ে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আমরা নাগরিক সনদ, জন্মসনদসহ বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করি। বিনিময়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর দেই।

গ। উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি হচ্ছে পৌরনীতি ও সুশাসন। বর্তমান সময়ে এ বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে যুক্ত সব প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সূনাগরিক হিসেবে সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন লাভ করতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম বিষয়টি নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করে। বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি পৌরনীতি ও সুশাসন। এ বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার যাবতীয় দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতীতে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, নাগরিকতার স্বরূপ, বর্তমান যুগে নাগরিকতার ধরন, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতে নাগরিকের সম্ভাব্য আচরণ ও কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসন ব্যক্তিকে সূনাগরিকে পরিণত হওয়ার জন্য অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। একইসঙ্গে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগে সচেষ্ট হতে তাগিদ দেয়। এ সচেতনতার ফলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। আদর্শ নাগরিক হতে হলে ব্যক্তির বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা জোর দিয়েই বলা যায়, উত্তম নাগরিক হয়ে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা অত্যাৱশ্যক।

ঘ। উদ্দীপকে উল্লিখিত পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি বিষয় দুটি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয়ই সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পৌরনীতি ও সুশাসনকে বলা হয় নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। আর অর্থনীতিকে বলা হয় অর্থনীতি বিষয়ক বিজ্ঞান।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, আচরণ, প্রত্যাশা প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে। আর অর্থনীতি নাগরিকের কল্যাণে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উভয়ের লক্ষ্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা।

প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যার যেমন অর্থনৈতিক দিক রয়েছে, তেমনি প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যার রয়েছে রাজনৈতিক দিক। তাই রাজনীতিবিদদের অর্থনৈতিক জ্ঞান এবং অর্থনীতিবিদদের রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা দরকার। সমাজসেবা, সমবায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সম্পদের বন্টন, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়গুলো পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রেই গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে। অন্যদিকে অর্থনীতি মানুষের জীবনের অভাব ও চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এভাবে এ দুটি বিষয় নাগরিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য কাজ করে। একটি দেশের রাজনৈতিক সংগঠনের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি সে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোনো দেশের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সমানভাবে সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো নাগরিকের সার্বিক মজালের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে। সমবায় আন্দোলন, কর্মসংস্থান, মজুরি, খাজনা প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজগুলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি প্রকৃতই গভীরভাবে পরস্পর সম্পর্কিত দুটি বিষয়।

প্রশ্ন ৭। কামালের বাবা একজন সূনাগরিক। তিনি সন্তানকে তার আদর্শে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুটি বিষয় অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথম বিষয়টি সূনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি রাষ্ট্রের অতীত ঘটনাবলির আলোকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সহায়তা করবে।

- |   |   |
|---|---|
| ক. Civitas শব্দের অর্থ কী?  | ১ |
| খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন?                                     | ২ |
| গ. প্রথম বিষয়টি কীভাবে কামালকে সূনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে? ব্যাখ্যা দাও। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।           | ৪ |



ক. Civitas শব্দের অর্থ 'নগররাষ্ট্র' (City State).

খ. নাগরিক ও নাগরিকের জীবনের সাথে যুক্ত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে যুক্ত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ. উদ্দীপকের প্রথম বিষয়টি দ্বারা 'পৌরনীতি ও সুশাসন'কে বোঝানো হয়েছে।

নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে। পৌরনীতি নাগরিক হিসেবে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাদের কার্যাবলি, অভ্যাস ও আচরণকেও বিশ্লেষণ করে। আবার রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যালোচনার মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হবার শিক্ষা দান করে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, কামালের বাবা একজন সুনাগরিক। তিনি তার আদর্শে কামালকে গড়ে তোলার জন্য সুনাগরিকতা শিক্ষাদানের পাশাপাশি রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। কেননা, পৌরনীতির মূল বিষয়বস্তু হলো সুনাগরিকতার সৃষ্টি শিক্ষাদান করা। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবিদ এবং উদার রাজনীতিবিদ লর্ড ব্রাইসের মতে, সেই ব্যক্তি সুনাগরিক যার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা (Intelligence), আত্মসংযম (Self Control) ও বিবেক (Conscience) এই তিনটি গুণ রয়েছে। একজন সুনাগরিকের চরিত্রে এ তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকার ফলে তার মধ্যে অধিকার ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। আর পৌরনীতির জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই এসকল নাগরিক গুণ অর্জন করা সম্ভব হয়। সুতরাং, বলা যায়, সভ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য একজন নাগরিকের পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা আবশ্যিক।

ঘ. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাহায্য ছাড়া ইতিহাসের পথচলা যেমন কঠিন তেমনই ইতিহাসের সাহায্য ছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসনের পথচলা কঠিন। ইতিহাস মানবজাতির অতীতের স্মারকলিপি, সামগ্রিক জীবন-দর্পণ। অন্যদিকে, পৌরনীতি ও সুশাসনের যে অংশ সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সম্পর্কিত সেসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এছাড়া এ দুটি শাস্ত্রই পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। ইতিহাসের তথ্য দ্বারা পৌরনীতি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি পৌরনীতির জ্ঞান দ্বারা ইতিহাসও সমৃদ্ধ হয়েছে। একইসাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়সমূহ যেমন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতে কীরূপ ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপে পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়। এমনকি ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ, আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ইতিহাস যেমন পৌরনীতি ও সুশাসনকে তার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান দেয়, তেমনি পৌরনীতি ও সুশাসন ইতিহাসের আলোচনাকে পরিপূর্ণতা দান করে। পৌরনীতি ও সুশাসন ছাড়া ইতিহাস পাঠ সার্থক হতে পারে না। পৌরনীতি ও সুশাসনের তথ্যগুলো পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ওপর আলোকপাত করে এবং ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইতিহাস এবং পৌরনীতি ও সুশাসন পরস্পর পরিপূরক ও সহায়ক। উভয় শাস্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর।

প্রশ্ন ৮ একাদশ শ্রেণির ক্লাসে শাহেদ স্যার নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তী ক্লাসে মুবিন স্যার চাহিদা ও যোগান বিধি নিয়ে আলোচনা করেন। ছাত্ররা উভয়ের বক্তব্য মনোযোগের সাথে শোনে। তাদের ধারণা, যদিও দুটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবুও সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এই দুই শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

(সি. বো. ১৭/প্রশ্ন নং ১)

- ক. সিভিটাস (Civitas) শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. জাতি রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে শাহেদ স্যার কোন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন? উক্ত বিষয়টি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কি পরস্পর সম্পর্কিত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সিভিটাস (Civitas) শব্দের অর্থ 'নগররাষ্ট্র' (City State)।

খ. জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি নিজেদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালির রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং অভিন্ন লক্ষ্য থাকে।

গ. উদ্দীপকের শাহেদ স্যার যে বিষয়ে আলোচনা করছিলেন সেটি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন। নিচে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং এর সফল প্রয়োগ স্বাভাবিক, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুনাগরিক প্রয়োজন। পৌরনীতির শিক্ষা এরূপ সুনাগরিক তৈরিতে সাহায্য করে। এছাড়া সমাজকে সুন্দরভাবে গঠন করার স্বাধীনতাকে অর্ধবহ করার প্রয়োজন। আর দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা পৌরনীতি দিয়ে থাকে।

বর্তমান সমাজে গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন বলা হয়। এক্ষেত্রে জনগণ অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হলে গণতন্ত্র সফল হয়। পৌরনীতি দেশের নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একইসাথে উদার দৃষ্টিভঙ্গি যেকোনো সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারে। পৌরনীতি পাঠের ফলে নাগরিক গোড়ামি ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে পারে যা সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমাজব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করে গঠন করা যায়।

ঘ. সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৯ রবিন এ বছর একাদশ শ্রেণির মানবিক শাখায় ভর্তি হয়েছে। তার দাদা ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও জনপ্রতিনিধি। তার বাবা রহমান সাহেব বর্তমান জাতীয় সংসদের সদস্য। রবিনেরও ইচ্ছা রাজনীতি ও জনসেবার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। তাই সুযোগ পেলেই সে তার বাবার সাথে নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্র, সংবিধান ও সুশাসন বিষয়ে আলোচনা করে। ছেলের আগ্রহ দেখে রহমান সাহেব এ বিষয়ে আরো জ্ঞান অর্জনের জন্য রবিনকে নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট বিষয় পাঠ্য হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

(সি. বো. ১৭/প্রশ্ন নং ১)

- ক. পৌরনীতি সম্পর্কে ই এম হোয়াইট প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লিখ। ১
- খ. স্বচ্ছতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত বিষয়টির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. রবিনের ইচ্ছার বাস্তবায়নে রহমান সাহেবের পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪



## ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতিমান লেখক ই. এম. শোয়াইট তার 'The Philosophy of Citizenship' গ্রন্থে বলেন— 'পৌরনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।'

**খ** সব ধরনের অনৈতিকতা পরিহার করে নিয়মনীতি মেনে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে।

স্বচ্ছতার অর্থ হলো স্পষ্টতা। কোনো কাজ কতটুকু ন্যায়সঙ্গত বা বৈধ তা এর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে। স্বচ্ছতা সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একে সুশাসনের পূর্বশর্তও বলা হয়। একটি দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম, নীতি বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া স্পষ্টতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হলে তা সহজেই জনগণের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

**গ** সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** রবিনের ইচ্ছার বাস্তবায়নে তার বাবা জনাব রহমান সাহেবের পরামর্শ যৌক্তিক।

একটি দেশকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন। সেই সাথে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নাগরিকের অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত হতে নাগরিককে সাহায্য করে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যাবলিতে নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, যা সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

উদ্দীপকে রবিন একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। তার দাদা ও বাবা রাজনীতিতে সক্রিয়। একাদশ শ্রেণির ছাত্র রবিনও তাদের মতো সক্রিয় রাজনীতির মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে চায়। তার এ ইচ্ছা বাস্তবায়নে বাবা রহমান সাহেব পৌরনীতি ও সুশাসনকে পাঠ্যবিষয় হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন। মূলত রবিনের মতো নবীন প্রজন্মের সূনাগরিক হয়ে ওঠার পেছনে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ শাস্ত্র পাঠের ফলে তারা দায়িত্ববান, কর্তব্যপরায়ণ, স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হবে। এছাড়া এ শাস্ত্র পাঠ তাদেরকে রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। সর্বোপরি ভবিষ্যত প্রজন্মকে সূনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের বিকল্প নেই।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, রবিনের ইচ্ছার বাস্তবায়নের রহমান সাহেব যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে।

**প্রশ্ন ১০** একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মারুফ তার পাঠ্যসূচিভূক্ত একটি বিষয়ে জেনেছে, বিষয়টিতে নাগরিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তার সহপাঠিনী নাবিলা জেনেছে, বিষয়টি মানুষের অতীত কার্যকলাপের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে, সেটির সঙ্গে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞানের সম্পর্ক গভীর।

(ব. বো. ১৭/১৪ নং ১)

- ক. 'Civics' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. পৌরনীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. মারুফের পাঠ্যসূচিভূক্ত বিষয়টিকে কী বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় দুটির নাম কী? এদের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর— বিশ্লেষণ করো। ৪

## ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** Civics শব্দের অর্থ 'পৌরনীতি'।

**খ** পৌরনীতি নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। অর্থাৎ, নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।

**গ** মারুফের পাঠ্যসূচিভূক্ত বিষয়টিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মারুফের পাঠ্যসূচিভূক্ত বিষয়টি নাগরিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং, বিষয়টি হলো পৌরনীতি। এ বিষয়টিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

একটি রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন, সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকের ওপর। সূনাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ স্বরূপ। তাই উত্তম নাগরিক জীবন গঠনের জন্য পৌরনীতি নাগরিকতা সম্পর্কে আলোচনা করে। নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা, নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, নাগরিকতা বিলুপ্ত হওয়ার কারণ, সূনাগরিকের গুণাবলি ইত্যাদি নাগরিকতা সংক্রান্ত বিষয় পৌরনীতির পরিধিভূক্ত। এজন্য পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়। মারুফের পাঠ্য সূচিভূক্ত বিষয়টি এ পৌরনীতিকেই নির্দেশ করে।

**ঘ** সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ১১** একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্রী নায়লা বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নরত তার বান্ধবীকে বলছিল, দেশের উন্নতি করতে হলে আমাদের এমন কিছু গুণাবলি অর্জন করা প্রয়োজন, যা একটি বিশেষ বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

- ক. 'Natus' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. জাতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. নায়লা যে গুণাবলি অর্জনের কথা বলছিল সেগুলোর বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উক্ত গুণাবলি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে আবশ্যিক— বিশ্লেষণ করো। ৪

## ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** Natus একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ জন্ম।

**খ** রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজকে জাতি বলে।

জাতি বলতে আমরা জাতীয়তাবোধে উদ্ভূত সেই জনসমাজকে বুঝি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস করে, যাদের মধ্যে বংশ, ধর্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান। এসব ক্ষেত্রে ঐক্যের সূত্রে তারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদের আলাদা ভাবে। পাশাপাশি তারা স্বাভাবিক বজায় রাখতে সংঘবদ্ধ হয়। ওই জনগোষ্ঠী প্রয়োজনে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত থাকে। উদাহরণস্বরূপ— বাঙালি জাতি, জার্মান জাতি, ইংরেজ জাতির কথা বলা যায়।

**গ** নায়লা সূনাগরিকের গুণাবলি অর্জনের কথা বলেছে।

সূনাগরিক একটি জাতির গৌরব। সমাজ জীবনের কল্যাণ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সূনাগরিক একান্ত অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অপরিহার্য গুণাবলি যে নাগরিকের মধ্যে আছে তাকেই সূনাগরিক বলা হয়। অনেকেই তাই অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নাগরিককে সূনাগরিক বলে অভিহিত করেন। উদ্দীপকের নায়লাও এসকল গুণাবলির প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, নায়লা তার বান্ধবীকে দেশের উন্নতি করার জন্য কিছু গুণাবলি অর্জন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিল। সে মূলত একজন সূনাগরিকের গুণাবলির কথা বলছিল। বুদ্ধি সূনাগরিকের অন্যতম একটি গুণ। আধুনিক রাষ্ট্রের জটিল সমস্যাবলি অনুধাবন করে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বুদ্ধিমান নাগরিক অবশ্যই অপরিহার্য। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা নির্ভর করে নাগরিকের বুদ্ধিমত্তার উপর। আত্মসংযম সূনাগরিকের একটি বড় গুণ। এই মহৎ গুণ নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দেয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। আবার সূনাগরিকের জাগ্রত আত্মশক্তি হলো তার বিবেক। বিবেক একজন পথ প্রদর্শকের ন্যায় ব্যক্তির জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। বিবেক ব্যক্তিকে একজন আদর্শ ও সূনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। এছাড়াও একজন সূনাগরিকের দায়িত্ববোধ, অধিকার সচেতনতা, রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। আর নায়লাও নাগরিকের এ গুণাবলির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে।



ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নাগরিক সূনাগরিকের কিছু গুণাবলি অর্জনের কথা বলেছে যা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে আবশ্যিক।

সুসভ্য ও সূনাগরিক প্রতিটি রাষ্ট্রেরই কাম্য। একজন সূনাগরিক বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী, বিবেকবান ও নিষ্ঠাবান। তার মাঝে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। সূনাগরিকের অন্তরে গোড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি থাকে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি হয় উদার ও প্রসারিত। এদের মধ্যে অধিকারবোধ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত থাকে। অধিকারবোধ নাগরিককে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এছাড়া, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে এবং কর্তব্য পালনে আগ্রহী করে তোলে।

রাজনৈতিক চেতনা নাগরিককে রাজনীতি সচেতন করে তোলে যা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র গঠনে ভূমিকা পালন করে। দেশপ্রেম নাগরিকদের একটি অন্যতম গুণ। এর ফলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একজন নাগরিক প্রয়োজনে জীবন দান করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উক্ত গুণাবলি নাগরিকদের মাঝে যে চেতনার সৃষ্টি করে তা রাষ্ট্রের জন্য সুফল বয়ে আনে। সুতরাং উক্ত গুণাবলি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে আবশ্যিক।

**প্রশ্ন ১২** মা-তেং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে। সে এ বছর কলেজে ভর্তি হবে। মা-তেং তার মা-বাবাকে বলল, আমি কলেজে ভর্তি হয়ে এমন একটি বিষয় নেব, যার মাধ্যমে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা যাবে এবং যা আমাকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে।

(/জ. বো. ১৬/এস. নং ১/)

- ক. Civitas শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মা-তেং এর পছন্দের বিষয়টির পরিধি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের অধ্যয়ন নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যুক্তি দাও। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. Civitas শব্দের অর্থ হলো 'নগররাষ্ট্র'।

খ. নিজের কাজের জন্য অন্য ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতাই জবাবদিহিতা।

জবাবদিহিতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি যখন তার কাজটি কী উদ্দেশ্যে বা কীভাবে করা হয়েছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয় তখন তাকে জবাবদিহি করা বলে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা জনগণ এবং সংগঠনের সংশ্লিষ্টদের কাছে তাদের কাজের জন্য কমবেশি দায়বদ্ধ। সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতি কমবে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পাবে, সর্বোপরি জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

গ. সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে পৌরনীতি ও সুশাসন। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এজন্য পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন নাগরিক জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। পৌরনীতির অধ্যয়ন নাগরিক জীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করে নিচে সে সম্পর্কে যুক্তি দেখানো হলো:

১. অধিকার সচেতন: একজন নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি কী কী অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। যেমন- আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নিরাপদে বসবাসের অধিকার, সম্পত্তি লাভের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার ইত্যাদি।

২. কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা: আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্যের এই ধারণা পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের মাধ্যমেই নাগরিকরা জানতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কী কী কর্তব্য রয়েছে তার সুস্পষ্ট ধারণা দেয় পৌরনীতি।

৩. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল: আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো নিয়মকানুনের সমষ্টি যা না মানলে শাস্তির বিধি আছে। নাগরিকরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিবেশ বিরাজ করে। তাই রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও জনজীবনে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত করতে পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদেরকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পরামর্শ দেয়।

৪. দেশপ্রেম জাগ্রত: দেশকে কীভাবে ভালোবাসতে হবে, দেশের জন্য কেন, কীভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে, নিজেকে কীভাবে দেশের জন্য প্রস্তুত করতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলোর শিক্ষা দেয় পৌরনীতি।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন করে একজন নাগরিক নিজেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার যে শিক্ষা পায় সে তার বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। আর এ চেষ্টা অব্যাহত থাকলে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

**প্রশ্ন ১৩** জনাব আয়াজ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি খুব বেশি সচেতন নন। ভালো বেতনে চাকরি করার সুবাদে তিনি আরাম আয়েশে দিন কাটাচ্ছেন। আয়াজের প্রদান ও ভোটদানে তার কোনো সদিচ্ছা নেই। 'সূনাগরিক ও সুশাসন' শীর্ষক এক সেমিনারে যোগদানের পর তার মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এখন তিনি মনে করেন, সূনাগরিক হতে হলে প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(/জ. বো. ১৬/এস. নং ১/)

- ক. আমলাতন্ত্র কী? ১
- খ. সুশাসনের সাথে জবাবদিহিতার সম্পর্ক নিরূপণ করো। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? ঐ বিষয়ের পরিধি আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়ের অধ্যয়ন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক"—তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আমলাতন্ত্র হলো স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সমষ্টি যারা সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে।

খ. সুশাসনের (Good Governance) সাথে জবাবদিহিতার সম্পর্ক নিবিড়। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও চর্চার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা সুশাসনকে নিশ্চিত করে।

বাকস্বাধীনতাসহ সকল নাগরিক অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন, আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা সুশাসনের পরিচয় বহন করে। আর সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা হলো প্রথম শর্ত। জবাবদিহিতা না থাকলে দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় না। ফলে দুর্নীতির প্রকোপ বাড়ে। আইনের অনুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, সুশাসনের জন্য জবাবদিহিতা অপরিহার্য।

গ. সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয় তথা 'পৌরনীতি ও সুশাসন' অধ্যয়ন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক-আলোচ্য উক্তির সাথে আমি একমত পোষণ করি।

পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় নাগরিক ও নাগরিকতা। পৌরনীতি শুধু নাগরিকের অধিকার নিয়ে নয়, বরং নাগরিকের কর্তব্য নিয়েও আলোচনা করে। আর দায়িত্বশীল নাগরিক মাত্রই নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠন যেমন— রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী



গোষ্ঠী, সরকার, আমলাতন্ত্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আর এগুলোর জ্ঞান ব্যতীত কোনো নাগরিকের নাগরিক জীবন পূর্ণ বিকশিত হয় না। পৌরনীতি ও সুশাসন বর্তমান নাগরিকতার পাশাপাশি উন্নত ভবিষ্যৎ নাগরিকজীবন, যুগোপযোগী সরকার ও রাজনৈতিক কাঠামো প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করে। কেননা এ বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া বর্তমান বিশ্বায়নের এ যুগে কারো পক্ষে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক।

**প্রশ্ন ১৪** জনাব সানিউল ইসলাম উচ্চপদস্থ বেসরকারি কর্মকর্তা। গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য তিনি বিআরটিএ (Bangladesh Road Transport Authority) অফিসে যান। নির্ধারিত ফরম পূরণ ও টাকা জমা দেন। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি মোবাইলে খুদে বার্তায় জানতে পারেন তার গাড়ির কাগজপত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। *(দি. বো. ১৬/১৪/১৮)*

- ক. জবাবদিহিতা কাকে বলে? ১
- খ. পৌরনীতিকে কেন 'নাগরিকতার বিজ্ঞান' বলা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বিআরটিএ অফিসের কর্মতৎপরতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জবাবদিহিতা হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা।

**খ** নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতার বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক তথ্য সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু। এসব কারণে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা আমার পাঠ্যবইয়ের সুশাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন (Good Governance)। সুশাসনে জনগণের চাহিদা কী তা জানার আগ্রহ ও দক্ষতা সরকারের থাকে। সরকার আন্তরিকভাবে এসব চাহিদা পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। উদ্দীপকে সরকারের একটি বিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সুশাসনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব সানিউল ইসলাম তার গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিআরটিএ (Bangladesh Road Transport Authority) অফিসে যান এবং সব কাজ কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়াই শেষ করেন। বিআরটিএ কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কাগজপত্র ঠিক করে দেন। বিআরটিএ কর্মকর্তাদের এই কাজের মাধ্যমে তাদের দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা লক্ষ করা যায় যা সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব আমরা বলতে পারি, সানিউল ইসলামকে বিআরটিএ কর্মকর্তারা যেভাবে নিয়মানুগভাবে হয়রানি ছাড়া সেবা দিয়েছেন তার মধ্যে সুশাসনের কার্যকারিতার চিত্র পাওয়া যায়।

**ঘ** উদ্দীপকের জনাব সানিউল ইসলামের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে বিআরটিএ (Bangladesh Road Transport Authority) অফিসের ইতিবাচক কর্মতৎপরতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বিআরটিএ কার্যালয়ে সাধারণত সাধারণ মানুষকে সেবা পেতে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। সেখানে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে বলে উচ্চপদস্থ বেসরকারি কর্মকর্তা আমেলাহীনভাবে তার গাড়ির কাগজপত্র করিয়ে নিতে পারেন। কোনো বিশেষ চেষ্টাচরিত্র ছাড়াই তিনি মুঠোফোনে বার্তার মাধ্যমে কাজ হয়ে যাওয়ার খবর পান।

রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন বজায় থাকলে সরকারি কর্মকর্তারা নিজেকে জনগণের সেবক মনে করেন এবং সব কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করার মানসিকতা পোষণ করেন। সানিউল ইসলামের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে তারই দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বিআরটিএ কর্মকর্তারা দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কাজ পালন করেছেন যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের নির্ধারিত কাজ ঠিকমত করলে তা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

**প্রশ্ন ১৫** কাওসার ও সুজন এ বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে তারা সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করতে চায়। এ প্রসঙ্গে তাদের বাবা জনাব ফয়েজুর রহমান পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত 'একটি বিষয়' নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বিষয়টি পাঠ করলে তারা রাষ্ট্র, সংবিধান এবং দেশের রাজনীতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি মনে করেন 'ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উক্ত বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করে।' *(ক. বো. ১৬/১৪/১৮)*

- ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. যে চিন্তা ভাবনা মানুষের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করে সেটি সম্পর্কে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি পাঠের ফলে যে সকল সুফল লাভ করা যায় সেগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Civics'।

**খ** নৈতিকতা মানুষের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Morality। যা ল্যাটিন Moralitas শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ আচরণ (manner), চরিত্র (character) বা যথার্থ আচরণ (proper behaviour)। ন্যায় ও সঠিক পথে থাকা হচ্ছে নৈতিকতা। এটি কতকগুলো ধ্যানধারণা ও আদর্শের সমষ্টি বা সমাজ স্বীকৃত আচরণবিধি। এর প্রভাবে মানুষ আইন মেনে চলে, শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ থেকে বিরত থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার। এর পিছনে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব থাকে না। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ।

**গ** সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ১৬** রিতুর মামা ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দীর্ঘদিন পরে তিনি দেশে ফিরেছেন। তিনি ঢাকা শহরে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করা, ফুটপাথ বেদখল, রাস্তা পারাপারে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করাসহ নানা অব্যবস্থাপনা দেখে মর্মান্বিত হন। তিনি বাসায় ফিরে রিতুকে বলেন, এখানে নাগরিকদের সচেতনতার খুব অভাব। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়গুলোকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। *(ক. বো. ২০১৬/১৪/১৮)*

- ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ লেখ। ১
- খ. "স্বচ্ছতা" কীসের পূর্বশর্ত? ব্যাখ্যা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে মামা কী কী বিষয় কোন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা করেছেন এবং কেন? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. মামার বর্ণিত বিষয়গুলোকে কোন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে? উক্ত পাঠ্যপুস্তকের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করো। ৪



ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Good Governance'।

খ. 'স্বচ্ছতা' সুশাসনের পূর্বশর্ত।

স্বচ্ছতার মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, কোন কর্মকাণ্ড কতটুকু ন্যায্যসঙ্গত বা বৈধ। এককথায় স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। একটি দেশের বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজকর্ম কীভাবে চলছে, কোন সিদ্ধান্তের পেছনের কারণগুলো কী ইত্যাদি জনগণের কাছে পরিস্কার থাকাই হলো স্বচ্ছতা। স্বচ্ছতার স্বার্থে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো তথ্য গোপন করা যাবে না। এরকম স্বচ্ছতার নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। তাই স্বচ্ছতাকে সুশাসনের পূর্বশর্ত বলা হয়।

গ. সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উদ্দীপকের রিতুর মামা নাগরিক সমস্যার বিষয়গুলোকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টতই পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়কে বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি নাগরিকতার বিজ্ঞান হিসেবে মানুষ ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হিসেবে নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং নাগরিকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রম পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আবার রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নাগরিক কীভাবে অংশগ্রহণ করবে, কীভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করবে, সুনাগরিক হতে প্রয়োজনীয় গুণাবলি কীভাবে অর্জন করবে, নাগরিকের প্রাপ্য অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধ ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিভুক্ত। এছাড়া পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি মৌলিক প্রতিষ্ঠান এমনকী জাতিসংঘের মতো কিছু আন্তর্জাতিক সংঘ ও সংস্থাও পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধির মধ্যে পড়ে। তাছাড়া নাগরিকের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ধারণা ও কার্যকলাপ পৌরনীতি ও সুশাসনের আওতাভুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ-শুধু রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে না, বরং বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবেও তাকে ভূমিকা রাখতে হয়। তাই কোনো নাগরিক যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে চায় তবে তার উচিত পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা।

প্রশ্ন ১৭ একাদশ শ্রেণির ছাত্রী আনিকা পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি বিষয় নিয়েছে। সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মানুষের অসীম অভাব দূর করা যায় বিষয়টি সেই শিক্ষা দিয়ে থাকে। সম্পদ, উৎপাদন, বণ্টন ব্যবস্থা, বাজেট প্রভৃতি নিয়ে বিষয়টি আলোচনা করে। বস্তুত এ বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করা কঠিন।

(সি. বো. '১৬' প্রশ্ন নং ১)

- ক. পৌরনীতি কী? ১  
খ. পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের দুটি সম্পর্ক লেখো। ২  
গ. আনিকা পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতির সাথে যে বিষয়টি নিয়েছে তার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. আনিকার পক্ষে কি সুনাগরিক হওয়া সম্ভব? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ. পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান, আর ইতিহাস হলো মানবজাতির সামগ্রিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। তাই এ দুই বিষয়ের সম্পর্ক নিবিড়। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের দুটি সম্পর্ক নিচে দেওয়া হলো—

১. পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত বিষয়সমূহ যেমন— পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অতীতে কেমন ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়।

২. ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও খণ্ডিত ও অনেকাংশে নিরর্থক।

গ. আলোচ্য উদ্দীপকে আনিকা পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতির সাথে গভীর সম্পর্কিত অর্থনীতি বিষয়টি গ্রহণ করেছে। কেননা অর্থনীতি সম্পদ, উৎপাদন, বণ্টনব্যবস্থা, বাজেট এবং সর্বোপরি সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে মানবকল্যাণের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

প্রকৃত বাস্তবতায় অর্থনৈতিক কল্যাণ ব্যতীত কোনো ধরনের নাগরিক কল্যাণ সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে বহুমুখী অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এসব অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে অসীম অভাবের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভাবগুলোকে পূরণ করা যায় তা অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। আবার যেহেতু মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত, তাই এই সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহার আবশ্যিক। অর্থনীতি সীমিত সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একজন রাজনীতিবিদের অর্থনীতির জ্ঞান থাকাও আবশ্যিক। আর অর্থনীতি পাঠে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও সুনাগরিকের গুণাবলি বিকশিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসনের পাশাপাশি অর্থনীতি পাঠ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও কার্যকর।

ঘ. হ্যাঁ, উদ্দীপকের আনিকার পক্ষে সুনাগরিক হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। যে বুদ্ধিমান, বিবেকবান ও আত্মসংযমী কেবল তাকেই সুনাগরিক বলা যায়। এসব গুণের অধিকারী ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে, আইন মান্য করে, যথাসময়ে কর দেয়, নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয়, নিজের স্বার্থের আগে রাষ্ট্রের মঙ্গল ও উন্নয়নের কথা চিন্তা করে।

উদ্দীপকের আনিকা পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতির সাথে অর্থনীতি নিয়েছে। এ দুটি বিষয়ের জ্ঞানই তাকে সুনাগরিক হতে সাহায্য করবে। উভয় বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে আমরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাব।

প্রথমতঃ পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিক হিসেবে মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে মানুষ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা যায়, অর্থনীতি তা নিয়ে আলোচনা করে। মূলত নাগরিকই উভয় শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ দেশের শাসনকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক, যেমন— উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারা যদি জাতীয় চরিত্র ও নাগরিক আচরণের প্রতি লক্ষ্য না রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তবে তা ফলপ্রসূ হবে না। তাই পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রের শিক্ষা সুনাগরিক ও সফল নেতৃত্ব গঠনে সমান্তরালভাবে ভূমিকা রাখে।

তৃতীয়তঃ সীমিত সম্পদ দিয়ে সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজনীতিবিদদের অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োজন। আবার সফলভাবে প্রশাসন পরিচালনা ও নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অর্থনীতিবিদদের পৌরনীতির জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আনিকা পৌরনীতির পাশাপাশি অর্থনীতির পাঠ নিয়ে উল্লিখিত গুণগুলো আয়ত্ত ও বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করলে অবশ্যই সুনাগরিক হতে পারবে।



**প্রশ্ন ১৮** 'X' একজন শিক্ষক। তিনি শ্রেণিকক্ষে বলেন, রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিকতা, ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সকল শিক্ষার্থীর জন্য অতীব জরুরি। তাছাড়া তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রের জনগণকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ আবশ্যিক।

(ব. বো. ১৬/ প্রশ্ন নং ১/)

- ক. পৌরনীতি কী? ১
- খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
- গ. মি. 'X' তার শিক্ষার্থীদের জন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান অতীব জরুরি বলে মনে করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়াবলির জ্ঞান সুনাগরিকতা বিকাশে সহায়তা করবে বলে তুমি কি মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

**খ** সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ১৯** শামীম ও শাহেদ এ বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। তারা দুজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাঠ্যবিষয় হিসেবে এমন একটি বিষয় নিবে যার মাধ্যমে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা যাবে। রাষ্ট্র, সংবিধান এবং দেশের রাজনীতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। "ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উক্ত বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করে।"

(ঢাকা কলেজ/ প্রশ্ন নং ১/)

- ক. পৌরনীতি কী? ১
- খ. সুশাসনের সাথে জবাবদিহিতার সম্পর্ক নিরূপণ কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির পরিধি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

**খ** সুশাসনের (Good Governance) সাথে জবাবদিহিতার সম্পর্ক নিবিড়। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও চর্চার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা সুশাসনকে নিশ্চিত করে।

বাকস্বাধীনতাসহ সকল নাগরিক অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন, আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা সুশাসনের পরিচয় বহন করে। আর সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা হলো প্রথম শর্ত। জবাবদিহিতা না থাকলে দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় না। ফলে দুর্নীতির প্রকোপ বাড়ে। আইনের অনুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ সুশাসনের জন্য জবাবদিহিতা অপরিহার্য।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন, যার পরিধি ব্যাপক।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শামীম ও শাহেদ একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্য বিষয় হিসেবে এমন একটি বিষয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার মাধ্যমে নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য, রাষ্ট্র, সংবিধান এবং দেশের রাজনীতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। যেহেতু এসব বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত হয়, সেহেতু বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন। পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

পৌরনীতি মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান এবং নাগরিকের উত্তম জীবন প্রতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য। সুতরাং উত্তম ও শান্তিপূর্ণ নাগরিক জীবন গঠনের জন্য পৌরনীতি নাগরিকতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন মানুষের সমাজবস্ত্ত জীবনের প্রাথমিক সংগঠন তথা পরিবার হতে শুরু করে সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক পরিবর্তন, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ, রাষ্ট্রের কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়, নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলির আলোচনা, সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক, সাংবিধানিক অগ্রগতি সম্পর্কিত আলোচনা, নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত আলোচনা পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিভূক্ত। মোটকথা, নাগরিকতার সাথে জড়িত সব বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়।

**ঘ** রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অনেক। পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে এবং নাগরিকতা বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়, তার প্রায় সবকিছু নিয়েই পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচনা করা হয়। আর তাই নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব ব্যাপক।

পৌরনীতি ও সুশাসন রাজনীতি সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয় আলোচনা করে থাকে। এসব আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্তি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির ভালো-মন্দ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এতে ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি করে। নাগরিকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, পৌরনীতি ও সুশাসন তার পথ নির্দেশ করে। এছাড়া সরকার, রাজনৈতিক দলের করণীয় এবং দায়িত্ববোধ সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। ফলে সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়। এতে জনগণের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ ছাড়া এটি সম্পর্কে জানা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। পৌরনীতি নাগরিকের অধিকার-কর্তব্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করে। কীভাবে নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষিত হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিক কীভাবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় রাখবে তা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠের কোনো বিকল্প নেই।

**প্রশ্ন ২০** ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



(ঢাকা কলেজ/ প্রশ্ন নং ২/)

- ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী এবং তা এসেছে কোন ভাষার কোন শব্দ থেকে? ১
- খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
- গ. উপরের উদ্দীপকটি পৌরনীতি ও সুশাসনের যে চিত্র তুলে ধরেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও। ৪



ক। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Civics এবং তা এসেছে ল্যাটিন ভাষার Civis ও Civitas শব্দ থেকে।

খ। নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে যুক্ত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

গ। উদ্দীপকটি পৌরনীতি ও সুশাসনের যে চিত্র তুলে ধরেছে তা হলো পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত আলোচনা এবং নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক সম্পর্কিত আলোচনা।

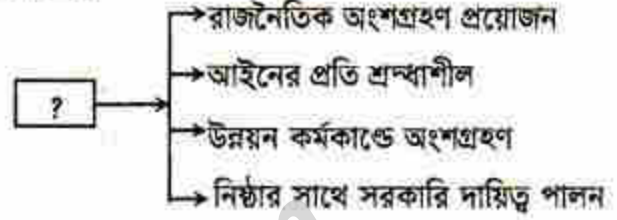
পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিভিন্ন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি শরিকদের সুশাসন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে সৃষ্ঠ সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একটি রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর সেই রাষ্ট্রের মানবিক দিকটি ফুটে ওঠে। পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে পরিচিত করে। এভাবে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পৌরনীতিও সুশাসন পাঠ জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও সরকারের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে। এটা রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের গঠন কাঠামো ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। এ বিষয় পাঠ করে সরকার, এর শ্রেণিবিভাগ, সরকারের বিভিন্ন বৃপ, বৈশিষ্ট্য, দোষ-গুণ, সংবিধান, এর প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সুনাগরিক হওয়ার জন্য এসব বিষয়ে জ্ঞান-অর্জন করা সুশাসন বিমূর্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা। পৌরনীতি ও সুশাসন সাংবিধানিক বিকাশ ও অগ্রগতির ধারা নিয়েও আলোচনা করে থাকে।

ঘ। সুনাগরিকতার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ নাগরিক জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিককে সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষাদান করে। সুনাগরিকতা অর্জনের তিনটি অপরিহার্য গুণ হচ্ছে আত্মসংযম, বুদ্ধি ও বিবেকবোধ, পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ নাগরিককে এ তিনটি গুণ লাভ করতে সহায়তা করে দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে নাগরিকরা দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন হয়। তাদের মধ্যকার গৌড়ামি, সাম্পদায়িকতা, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণতা প্রভৃতি দূর হয়। প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব কাজ করে তার সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। এটি প্রধানত রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে মানুষের কার্যাবলি পর্যালোচনা করে। আর মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি বিশ্লেষণ করাই পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল পরিধি বা বিষয়বস্তু। তবে পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি বা বিষয়বস্তু কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও বহুবিধ বিষয় এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়।

নাগরিকতা এবং সমাজজীবন পৌরনীতি ও সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন মৌলিক প্রতিষ্ঠান নিয়েও আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের বর্তমান অবস্থা, অধিকার এবং কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি নাগরিকের অতীত ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা করে। আবার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকতার ব্যাখ্যাও প্রদান করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি পৌরনীতি ও অত্যাব্যাক। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের সুযোগ নেতৃত্ব গঠনেও উদ্বুদ্ধ করে। পরিশেষে বলা যায়, সুনাগরিকতার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে পৌরনীতিও সুশাসন নাগরিকদের সফল ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ২১



[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]

- ক. পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. স্বচ্ছতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. প্রদত্ত ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে পৌরনীতি ও সুশাসনের কোন উদ্দেশ্যটি সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নে নাগরিকের যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন প্রয়োজন সেগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে, তাই হলো পৌরনীতি।

খ। সুশাসন বলতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতাসম্পন্ন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

শাসন শব্দটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ হয়ে সুশাসন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। এটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। সুশাসন অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন চারটি প্রধান স্তরের ওপর নির্ভরশীল। যথা— ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ। ম্যাককরনি (MacCorney) সুশাসনের সংজ্ঞায় বলেন, সুশাসন হচ্ছে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের ও শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক।

গ। প্রদত্ত ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে পৌরনীতি ও সুশাসনের সুশাসন উদ্দেশ্যটি সম্পর্কিত।

সুশাসন একটি দক্ষ ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা। যেখানে নাগরিক ও দল তথা জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারে। তাদের অধিকার আদায় এবং চাহিদা পূরণ করতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা। আর এর জন্য সুশাসন একান্ত প্রয়োজন। সুশাসন দেশের সম্পদের সৃষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অধিক সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। সুশাসনের লক্ষ্যই হলো দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, দায়িত্ব পালন প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় যা প্রদত্ত ছকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং, ছকে '?' চিহ্ন দ্বারা সুশাসনকে বোঝানো হয়েছে।



**ঘ** সুশাসনের সফল বাস্তবায়নে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি।

একটি দেশ বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য সুশাসন অপরিহার্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কোন একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই সুশাসনের সফল বাস্তবায়নে নাগরিকদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সুশাসনের ভিত্তি হলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শাসনব্যবস্থায় সকল নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নীতিনির্ধারণ ও এগুলোকে বাস্তবে রূপদান করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হয়। এসব কর্মসূচির দায়িত্ব জনগণের মধ্যে সুমমভাবে বন্টন করে দেওয়াকে অংশগ্রহণ বলে। জনগণের এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুইভাবেই হতে পারে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এছাড়া নাগরিকদেরকে আইনের শাসন মেনে চলতে হবে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থান থেকে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এছাড়া নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল থাকা প্রয়োজন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুশাসন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ মানবসমাজ গঠন করা যায়। তবে পৃথিবীতে খুব কম রাষ্ট্রই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। কেননা সুশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা একটি কষ্টসাধ্য কাজ। তবে শাসক-শাসিতের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে তা করা সম্ভব।

**প্রশ্ন ২২** একাদশ শ্রেণির পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যে প্রতীকের ভাল লাগে রাষ্ট্র, সরকার, নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা। ক্লাসের শিক্ষক যখন সুন্দর করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে তখন সে ভাবে ভবিষ্যতে সে পৌরনীতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে রাজনীতি বিশ্লেষক হবে।

(বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ গাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১)

- |   |   |
|---|---|
| ক. 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ কী?  | ১ |
| খ. স্বজনপ্রীতি বলতে কী বোঝায়?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে প্রতীকের ভাল লাগার বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর।                                   | ৩ |
| ঘ. রাজনীতি বিশ্লেষক হওয়ার জন্য পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন কেন? বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ নগররাষ্ট্র (City State)।

**খ** স্বজনপ্রীতির সাধারণ অর্থ হলো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে এ বিষয়টি এক ধরনের দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে এবং যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে নিজের আত্মীয়-স্বজন বা ঘনিষ্ঠদের সুযোগ-সুবিধা দিলে তাকে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) বলা হয়। যেমন- সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণত উচ্চপদের কর্তারা অনেক সময় স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অদক্ষ ও অযোগ্য লোক নিযুক্তি পায়। অন্যদিকে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়।

**গ** উদ্দীপকের প্রতীকের ভাল লাগার বিষয়গুলো হলো রাষ্ট্র, সরকার ও নেতৃত্ব।

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসংখ্যা রয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আরও রয়েছে সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ

ক্ষমতা অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব। এ চারটি উপাদানের সমন্বয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক গানার বলেন, 'সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত, স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।' সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার গঠিত হয় তিনটি বিভাগ নিয়ে। যথা— আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। রাষ্ট্র ও সরকারের পাশাপাশি প্রতীকের ভালো লাগার অন্য আরেকটি বিষয় হলো নেতৃত্ব।

**ঘ** রাজনীতি বিশ্লেষক হওয়ার জন্য পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন।

একজন রাজনীতি বিশ্লেষককে রাষ্ট্র ও সরকারের নানাদিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। আর পৌরনীতি রাষ্ট্র ও সরকারের এসব দিক যেমন— রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, রাষ্ট্রীয় সংঠনের গঠন কাঠামো, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, সরকার, এর শ্রেণিবিভাগ, সরকারের বিভিন্ন রূপ, বৈশিষ্ট্য, প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি পাঠে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠনপ্রণালি, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, রাজনৈতিক দল ও চাপসূচিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা, নির্বাচনব্যবস্থা, নির্বাচকমণ্ডলী, জনমত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিশদজ্ঞান লাভ করা যায়, যা একজন রাজনীতি বিশ্লেষকের জন্য খুবই প্রয়োজন।

রাজনৈতিক উন্নয়নের (Political Development) ধারণা থেকেই উন্নত অনুরূপ এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। আর এই রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে পৌরনীতি। উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি-কৌশল সম্পর্কে পৌরনীতি সবিস্তারে আলোচনা করে। আর রাজনীতি বিশ্লেষক হিসেবে উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ অপরিহার্য। একজন রাজনীতি বিশ্লেষকের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, সুশাসন, নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে হয়। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সুশাসন কী এবং কীভাবে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়— এ সম্পর্কে পৌরনীতি অধিকার গুরুত্বারোপ করে থাকে। এছাড়া অতীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিক জীবনের ধরন কেমন ছিল, বর্তমানে কীরূপ পরিগ্রহ করেছে এবং অতীত সও বর্তমানের আলোকে নাগরিকের ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও পৌরনীতি সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়।

উল্লিখিত কারণে রাজনীতি বিশ্লেষক হওয়ার জন্য পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ২৩** শাহানা বেগম গত সংসদ নির্বাচনে উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেছেন। তিনি তার সন্তানদের এবং পাড়াপড়শীদের ভোটদানে আগ্রহী করে তুলেছেন। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত শাহানা বেগম দেশ ও জাতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত আছেন। সেই কারণে শাহানা বেগমকে একজন সুনাগরিক হিসাবে গণ্য করা যায়।

(বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১)

- |   |   |
|---|---|
| ক. ল্যাটিন শব্দ Civis এর অর্থ কী?   | ১ |
| খ. পৌরনীতির সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক কেমন?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে শাহানা বেগমকে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার পেছনে কোন বিষয়ের পাঠ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো।          | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে সুনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে— তার পরিধি বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

#### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ল্যাটিন শব্দ Civis এর অর্থ নাগরিক।

**খ** পৌরনীতি ও অর্থনীতি দুটি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখার অবকাশ নেই।



কারণ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকারের রূপ অর্থনৈতিকব্যবস্থার দ্বারা নির্ণয় করা হচ্ছে। ব্যক্তিগততত্ত্ববাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও মিশ্র অর্থনীতির মাধ্যমে পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা ও অবস্থান; শিল্প, বাণিজ্য, উৎপাদন, বস্তু ও ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এভাবেই পৌরনীতি ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কিত।

**গ।** উদ্দীপকে শাহানা বেগমকে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার পেছনে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের পাঠ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার একান্ত প্রয়োজন। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে নাগরিকগণ তাদের এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন হতে পারে। আবার অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত থাকে। প্রত্যেক নাগরিককে তার কর্তব্য কী কী, কেন কর্তব্য পালন করতে হয়, অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক কী এসব সম্পর্কে জানতে হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং ব্যক্তিকে অধিকার উপভোগের পাশাপাশি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে। উদ্দীপকের লক্ষ করা যায়, শাহানা বেগম গত সংসদ নির্বাচনে উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেছেন। তিনি তার সন্তানদের এবং পাড়াপড়শীদের ভোটদানে আগ্রহী করে তুলেছেন। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত শাহানা বেগম দেশ ও জাতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত আছেন। যেহেতু পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে নাগরিককে সুনাগরিকতার শিক্ষা দান করে সেহেতু বলা যায় উদ্দীপকে শাহানা বেগমকে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার পেছনে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের পাঠ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

**ঘ।** উদ্দীপকে সুনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাহলে পৌরনীতি ও সুশাসন, যার পরিধি ব্যাপক।

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। তবে ব্যক্তির নাগরিকজীবন ছাড়াও রয়েছে সমাজজীবন। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে কেবল রাষ্ট্রের সদস্যই নয় বরং একই সাথে বহু সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এজন্য পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজজীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য। অধিকার, কর্তব্য এবং অধিকার ভোগ করতে হলে কী কী কর্তব্য পালন করতে হয় তা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়েও আলোচনা করে। রাষ্ট্র, সরকার, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল, জনমত প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়।

এছাড়া পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার বর্তমান নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা করে। অতীতকালে নাগরিকতা কীভাবে নির্ণয় করা হতো, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কেমন ছিল এবং বর্তমানে নাগরিকের মর্যাদা কীরূপ তার ওপর ভিত্তি করে পৌরনীতি ও সুশাসন ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ইজিত দান করে।

পরিশেষে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি বা বিষয়বস্তু কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও বহুবিধ বিষয় এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। তাই এ বিষয়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

**প্রশ্ন ২৪।** জহিরের চাচা সুইজারল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। দীর্ঘ বহু বছর পর দেশে ফিরে এসে এখানকার নিয়ম-কানুন মানতে তার খুব অসুবিধা মনে হয়। তাই পদে পদে তার সমস্যা হচ্ছে।

- ক. সুশাসন কী? ১  
খ. স্বচ্ছতা বলতে কী বুঝ? ২  
গ. পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. 'বর্তমানে পৌরনীতি স্থানীয়, জাতীয় বিষয় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃতি লাভ করেছে।' উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

#### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক।** সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকাজ পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন।

**খ।** স্বচ্ছতা হলো এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কোনো কর্মকাণ্ড কতটুকু নীতিসঙ্গত বা বৈধ। এককথায় স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। এটি সুশাসনের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সুশাসন নির্ভর করে। তাই স্বচ্ছতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সরকার তাদের কর্মকাণ্ড, নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত জনগণকে অবহিত করতে পারবে।

**গ।** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয়ের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নিম্নে পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—

পৌরনীতির জ্ঞান ছাড়া ইতিহাস যেমন অর্থহীন তেমনি ইতিহাসের তথ্য ছাড়া পৌরনীতির আলোচনাও অর্থহীন। এ কারণেই জন সিলী (Seely) বলেছেন, পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন, আর ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন।

ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলি, আন্দোলন, বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন ও তত্ত্বসমূহ আলোচনা করে। আর যখন বিভিন্ন ঘটনাবলি ও ধারণাসমূহ পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়, তখন তাদের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারাও বিবেচনা করতে হয়। এ কারণে বলা হয় ইতিহাস পৌরনীতির গবেষণাগার। নাগরিকের অতীতের ঘটনাবলি যেমন বর্তমানে ইতিহাস, তেমনি বর্তমানের ঘটনাবলিও ভবিষ্যতে ইতিহাসে পরিণত হবে। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি কোন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে সংঘটিত হয়েছে, ইতিহাস তা জানতে সাহায্য করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনা নিরর্থক হয়ে পড়ে।

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস একে অপরকে পূর্ণতা দান করে। ইতিহাস প্রদত্ত তথ্য, ঘটনাবলির দ্বারা যেমন পৌরনীতি ও সুশাসন পূর্ণতা লাভ করে। ঠিক তেমনি পৌরনীতির জ্ঞান দ্বারা ইতিহাসও সমৃদ্ধ লাভ করে।

**ঘ।** 'বর্তমানে পৌরনীতি স্থানীয়, জাতীয় বিষয় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃতি লাভ করেছে।' উক্তিটি যথার্থ।

পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছু পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হিসেবে পৌরনীতি শুধুমাত্র নাগরিকের স্থানীয় ও জাতীয় বিষয় নিয়েই আলোচনা করে না, বরং এটি নাগরিকের আন্তর্জাতিক বিষয়বলিকেও পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নাগরিক জীবন আজ স্থানীয় ও জাতীয় গভীর সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই বর্তমানে প্রতিবেশী ও দূরের সব



রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে বিশ্ব-শান্তি ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্যই গড়ে তুলেছে জাতিসংঘসহ অন্যান্য বহু আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। পৌরনীতি ও সুশাসন জাতিসংঘসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে। ফলে এসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি কীরূপ হওয়া উচিত তা জানতে পৌরনীতি ও সুশাসন সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। অতীতে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করেছে, বিশ্বের শান্তিকামী নেতাগণ কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, জাতিসংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে এবং এসব সংগঠন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করেছে, পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে তা জানা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বর্তমানে পৌরনীতির আলোচনা শুধুমাত্র স্থানীয় ও জাতীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়; বর্তমানে এটি স্থানীয় ও জাতীয় বিষয় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

**প্রশ্ন ২৫** মারুফ সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন সত্য। কিন্তু নাগরিক ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হন।

(সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এক কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. পৌরনীতি কী? ১
- খ. 'পৌরনীতি একটি অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের মারুফের বাস্তব জীবনে উক্ত বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. আদর্শ চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য মারুফ সাহেবের কী করা উচিত? এবং কেন? যথার্থতা বিচার করো। ৪

#### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

**খ** সমাজবন্দ মানুষের নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রথা, আইন, আচার-অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সমাজ ও নাগরিকতার সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি একটি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হিসেবে নাগরিকতার সাথে জড়িত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তাই পৌরনীতিকে একটি অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের মারুফের মধ্যে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই মারুফের বাস্তব জীবনে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। এটি নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সুনাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতি পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। একজন নাগরিক স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের এ সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, গঠন, কার্যাবলি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসনের এসকল আলোচনা নাগরিকদের সুনাগরিকতার গুণাবলি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যবোধের শিক্ষা দিয়ে সুস্থ, সুন্দর জীবন গঠনের শিক্ষা

দান করে। নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে, সংকীর্ণতা দূর করে। পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করে। নাগরিকদের সামনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের দিগন্ত উন্মোচন করে। ফলে নাগরিকদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। দেশপ্রেমের শিক্ষাও পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ থেকে লাভ করা যায়। সর্বোপরি পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের মারুফ রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত। তাই তার বাস্তব জীবনে সুনাগরিকতার শিক্ষা, নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ, নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি ও দেশপ্রেম সৃষ্টিতে পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকের মারুফ সাহেবের মধ্যে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাই আদর্শ চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য মারুফ সাহেবের পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা উচিত।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক সামাজিক বিজ্ঞান। নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসনের এ সকল পাঠ নাগরিকদেরকে সুনাগরিকতার গুণাবলি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ থেকে। একজন নাগরিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের সাথে সংশ্লিষ্ট এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, গঠন, কার্যাবলি, বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক কেমন হবে তাও পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

উদ্দীপকের মারুফ সাহেব একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান হলেও তিনি নাগরিক ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে জানেন না। ফলে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনে তিনি যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হন। মারুফ সাহেবের এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণ হলো পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে তার কোনো ধারণা বা জ্ঞান নেই। তাই মারুফ সাহেবের এই সমস্যা থেকে উত্তরণ ও আদর্শ চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠ করা উচিত। কেননা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার-কর্তব্য এবং বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

**প্রশ্ন ২৬** আমিন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। সে তার পাঠ্যবিষয় হিসেবে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেছে নিয়েছে যার প্রথমটি রাষ্ট্রে একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে। আর অন্যটি শিক্ষা দেয় কীভাবে একজন নাগরিক আয় ও ব্যয়ের সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবনকে সমৃদ্ধ করবে।

(আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. পৌরনীতি কী? ১
- খ. জাতিরাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় দুইটি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

**খ** জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি নিজেদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালির রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং অভিন্ন লক্ষ্য থাকে।



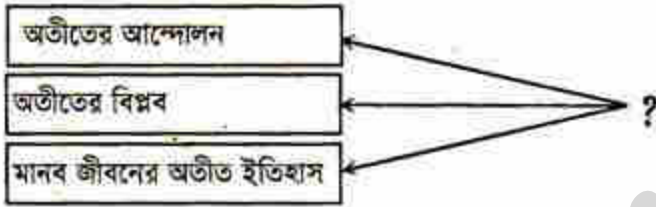
**গ** উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি হচ্ছে পৌরনীতি ও সুশাসন। বর্তমান সময়ে এ বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

পৌরনীতি হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে যুক্ত সব প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুনাগরিক হিসেবে সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন লাভ করতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম বিষয়টি নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করে। বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি পৌরনীতি ও সুশাসন। এ বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার যাবতীয় দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতীতে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, নাগরিকতার স্বরূপ, বর্তমান যুগে নাগরিকতার ধরন, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতে নাগরিকের সম্ভাব্য আচরণ ও কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসন ব্যক্তিকে সুনাগরিকের পরিণত হওয়ার জন্য অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। একইসঙ্গে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগে সচেষ্ট হতে তাগিদ দেয়। এ সচেতনতার ফলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। আদর্শ নাগরিক হতে হলে ব্যক্তির বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং একথা জোর দিয়েই বলা যায়, উত্তম নাগরিক হয়ে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

**ঘ** সৃজনশীল ও এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ২৭**



(টিংগী সরকারি কলেজ, প্রশ্ন নং ১)

- ক. 'Civitas' শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও। ২  
গ. ছকের বিষয়গুলো '?' চিহ্নিত স্থানে কোন শাস্ত্রকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. আমাদের সকলের নাগরিক জীবন সম্পর্কে জানতে ছকে উল্লিখিত বিষয়টি পাঠের বিকল্প নেই। বিশ্লেষণ করো। ৪

**২৭ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'Civitas' শব্দের অর্থ 'নগররাষ্ট্র' (City State)।

**খ** সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে, তা-ই পৌরনীতি।

পৌরনীতি নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। অর্থাৎ নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।

**গ** ছকের বিষয়গুলো '?' চিহ্নিত স্থানে ইতিহাসকে নির্দেশ করে।

ইতিহাস মানবজীবনের অতীত ঘটনাবলির সকল দিক নিয়েই আলোচনা করে। মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ, পরিবর্তন ও পতনের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ইংরেজি 'History' শব্দটি এসেছে গ্রিক ও ল্যাটিন শব্দ 'Historia' থেকে। যার অর্থ হচ্ছে সত্যানুসন্ধান।

পৌরনীতি ও সুশাসন যেহেতু নাগরিকতার বিজ্ঞান, তাই ইতিহাসের মাধ্যমে নাগরিকতার অতীত ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। বর্তমানে নাগরিকতা এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ

করতে হলে অতীতের নাগরিকতার রূপ কী ছিল এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যই বা কী ছিল সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাছাড়া অতীতে পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য প্রতিষ্ঠানাদি কীরূপ ছিল তা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন গ্রিসে কী কারণে নগররাষ্ট্র (City State) সৃষ্টি হয়েছিল এবং আধুনিককালে কেন জাতি রাষ্ট্রের (Nation State) উদ্ভব ঘটেছে তার সঠিক ব্যাখ্যার জন্য সে দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে সূষ্ঠ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

উদ্দীপকে অতীতের আন্দোলন, বিপ্লব ও মানবজীবনের অতীত ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। যা দ্বারা মূলত ইতিহাস বিষয়টিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব বলা যায়, ইতিহাস হলো মানবজাতির অতীতের স্মারকলিপি, সামগ্রিক জীবন-দর্পণ।

**ঘ** আমাদের সকলের নাগরিক জীবন সম্পর্কে জানতে ছকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থাৎ, ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই। বক্তব্যটি যথার্থ।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাহায্য ছাড়া ইতিহাসের পথচলা যেমন কঠিন তেমনি ইতিহাসের সাহায্য ছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসনের পথচলা কঠিন। ইতিহাস মানবজাতির অতীতের স্মারকলিপি, সামগ্রিক জীবন-দর্পণ। অন্যদিকে, পৌরনীতি ও সুশাসনের যে অংশ সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সম্পর্কিত সেসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এছাড়া এ দুটি শাস্ত্রই পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। ইতিহাসের তথ্য দ্বারা পৌরনীতি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি পৌরনীতির জ্ঞান দ্বারা ইতিহাসও সমৃদ্ধ হয়েছে। একইসাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়সমূহ যেমন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতে কীরূপ ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়। এমনকি ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ, আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ইতিহাস যেমন পৌরনীতি ও সুশাসনকে তার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান দেয়, তেমনি পৌরনীতি ও সুশাসন ইতিহাসের আলোচনাকে পরিপূর্ণতা দান করে। পৌরনীতি ও সুশাসন ছাড়া ইতিহাস পাঠ সার্থক হতে পারে না। পৌরনীতি ও সুশাসনের তথ্যগুলো পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ওপর আলোকপাত করে এবং ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, আমাদের সবার নাগরিকজীবন সম্পর্কে জানতে ছকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থাৎ, ইতিহাস পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি।

**প্রশ্ন ২৮** একাদশ শ্রেণির পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে রাফির নাগরিক ও নগররাষ্ট্র বিষয়ের আলোচনা খুব ভালো লাগে। ক্লাসে স্যার যখন সুন্দরভাবে নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, সাম্য, স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন সে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করার চেষ্টা করে।

(বিএওফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম, প্রশ্ন নং ১)

- ক. পৌরনীতি সম্পর্কে ই.এম. হোয়াইট এর সংজ্ঞাটি লেখ। ১  
খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে স্যারের ক্লাসে রাফিকে আকৃষ্ট করে কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. "শুধু রাফি নয়, সকল নাগরিকের এরূপ বিষয় অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।" তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

**২৮ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** পৌরনীতির সংজ্ঞায় ই.এম. হোয়াইট বলেন, পৌরনীতি হলো মানব জ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয় জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে।

**খ** নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।



নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

**গ** উদ্দীপকে স্যারের আলোচিত বিষয়বস্তুগুলো পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে সেই ক্লাস রাফিকে আকৃষ্ট করে।

পৌরনীতি হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। পৌরনীতি নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকে। পৌরনীতি মানুষের কার্যাবলি, অভ্যাস ও আচরণ বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যালোচনার আলোকে আদর্শ নাগরিক জীবনের শিক্ষা দান করে।

রাফি নাগরিক হিসেবে তার অধিকার, কর্তব্য, স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে স্যারের পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাস থেকে জানতে পারে। স্যার ক্লাসে সুন্দরভাবে একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এসব কারণে স্যারের ক্লাস রাফিকে আকৃষ্ট করে।

**ঘ** শুধু রাফি নয়, সকল নাগরিকের পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন — বিষয়টির সাথে আমি একমত।

পৌরনীতি হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুনাগরিক হিসেবে সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন লাভ করতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি নাগরিক, নগররাষ্ট্র, নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। এটি মূলত পৌরনীতি ও সুশাসন। এটি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতীতে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, তখন নাগরিকতার স্বরূপ, বর্তমান আধুনিক যুগে নাগরিকতার ধরন, নাগরিকতা অর্জন ও বিলুপ্তির পন্থা এবং ভবিষ্যতে নাগরিকের আচরণ ও কার্যাবলি কেমন হবে ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। সুনাগরিক হওয়ার জন্য পৌরনীতি নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করে এবং কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগে সচেতন করে তোলে। এ সচেতনতার ফলে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। নিজেদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং একথা বলা যায়, উত্তম নাগরিক জীবন গঠন করে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি বজায় রাখার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা আবশ্যিক। সুস্থ-সুন্দর রাষ্ট্র ও সমাজ গড়তে এবং সুনাগরিকতার শিক্ষা অর্জনে রাফিসহ সব নাগরিকের জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ২৯** মি. 'X' একটি শাস্ত্র পাঠ করে রাষ্ট্র, সংবিধান, আইন ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। মি. 'X' এর বন্ধু মি. 'Y' অপর একটি শাস্ত্র পাঠ করে লিঙ্গা বৈষম্য, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

(নীলফামারী সরকারি কলেজ / প্রশ্ন নং ১/)

ক. নাগরিক সেবাকে নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সহজ ও কার্যকর উপায় কোনটি? ১

খ. সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বারা প্রভাবিত— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. 'X' কোন শাস্ত্র পাঠ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. 'X' ও মি. 'Y' এর পাঠ করা শাস্ত্র দুটির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

**ক** নাগরিক সেবাকে নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সহজ ও কার্যকর উপায় হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার।

**খ** নাগরিকতা, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক জীবন ও প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক আনুগত্য, আইন, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি আলোচনার জন্যে সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতি ও সুশাসনের সাহায্য নিয়ে থাকে। কারণ নাগরিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে পর্যালোচনা না করলে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা পরিপূর্ণ হয় না। গিডিংস ও মরগ্যান বলেন, 'সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আলোচনা করা সম্ভব নয়।' সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও এদের কার্যাবলিও রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বারা প্রভাবিত।

**গ** উদ্দীপকে মি. 'X' যে শাস্ত্র পাঠ করেছেন তা হলো পৌরনীতি ও সুশাসন।

পৌরনীতি হলো সেই শাস্ত্র যা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা সরকার কাঠামো নিয়ে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সংবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর পাশাপাশি এ শাস্ত্র আইনের উৎস ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার দেশের সরকারব্যবস্থাসহ অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় উদ্দীপকের মি. 'X' যে শাস্ত্র পাঠ করেছেন তা হলো পৌরনীতি ও সুশাসন। কারণ উদ্দীপকের শাস্ত্রটির আলোচ্য বিষয়ের সাথে পৌরনীতি সুশাসনের আলোচনার মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে মি. 'X' অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জেভার স্টাডিজের সুসম্পর্ক রয়েছে।

বর্তমানকালে সমসাময়িক বিষয় হিসেবে জেভার স্টাডিজ সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জেভার স্টাডিজ বিষয়ের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনের আশ্রয় লাভ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের এসব অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করে থাকে। তেমনি জেভার স্টাডিজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সব নাগরিকের লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যের বিলোপ সাধন করে একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

জেভার স্টাডিজ পৌরনীতির আলোচনার অন্যতম অনুসঙ্গ। কেননা, রাষ্ট্র কোনোভাবে শুধু নারী বলে তাকে অবজ্ঞা, অবহেলা এবং ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। পৌরনীতি জেভার স্টাডিজের মাধ্যমে সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ করে একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। পৌরনীতি ও জেভার স্টাডিজ উভয় শাস্ত্র সমাজে নাগরিকের যথাযথ কল্যাণসাধনে কাজ করে। সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে উভয়ই কল্যাণমুখী।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জেভার স্টাডিজ উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

**প্রশ্ন ৩০** দেশের সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই। দেশের সাধারণ জনগণ যখন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে তখনই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে।

(নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ / প্রশ্ন নং ১/)



- ক. পৌরনীতি কী? ১  
খ. সুশাসন বলতে কী বুঝ? ২  
গ. সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পৌরনীতির জ্ঞান প্রয়োজন কেন? ৩  
ঘ. "সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকল্প নেই"— বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

**খ** সুশাসন বলতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতাসম্পন্ন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

শাসন শব্দটির সাথে 'সু'প্রত্যয় যোগ হয়ে সুশাসন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। এটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। সুশাসন অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন চারটি প্রধান স্তরের ওপর নির্ভরশীল। যথা— ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ। ম্যাককরনি (MacCormey) সুশাসনের সংজ্ঞায় বলেন, সুশাসন হচ্ছে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের ও শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক।

**গ** পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। একজন নাগরিকের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পৌরনীতি অধ্যয়ন ও অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাষ্ট্রের সব নাগরিকই সুনাগরিক নয়। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম এই তিনটি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে সুনাগরিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিবেকবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায়, সং-অসং, ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে এবং অন্যায় ও অসং কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এছাড়া রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। আত্মসংযমী ব্যক্তি নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সত্যতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে।

পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সুনাগরিকতা, সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়, নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। এছাড়া পৌরনীতি পাঠ করে নাগরিকগণ নিজেদেরকে সং, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী, দায়িত্বশীল, বিবেকবান এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। একমাত্র পৌরনীতির জ্ঞান মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সুতরাং বলা যায়, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পৌরনীতির জ্ঞান অত্যাৱশ্যক।

**ঘ** সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকল্প নেই— এ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রে এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ যেখানে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে এক ধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করবে। রাষ্ট্রে কোনো রাজনৈতিক হানাহানি, হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, অসহযোগ থাকবে না।

রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। কেননা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করলে দেশীয় বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেমন পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়, তেমনি বিদেশি উন্নয়ন এজেন্সি ও দাতা সংস্থাগুলো তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হয়। ফলে দেশে মাথাপিছু আয় বেড়ে

যায়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ, জাতিগত দাঙ্গা, ধর্মীয় উগ্রবাদ যদি কোনো দেশে বিদ্যমান থাকে তবে সেখানে জীবন, স্বাধীনতা, সম্পদ হুমকির সম্মুখীন হয়। পাশাপাশি ছিনতাই, রাহাজানি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দেশে উৎপাদন ব্যাহত করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুস্থ বিকাশ ঘটে না, নেতৃত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়, গণতন্ত্র মুখ খুঁড়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, "সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকল্প নেই" বক্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন-৩১** উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে সুন্দরভাবে নাগরিক, সুশাসন, ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে শিক্ষকেরা আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা শ্রবণ করে ছাত্ররা নিজেদের জ্ঞানের অবস্থান আরো উন্নত করার চেষ্টা করে এবং রাষ্ট্র, সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. 'Civics' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১  
খ. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ কেন? ২  
গ. শিক্ষকের আলোচনার বিষয়বস্তু একাদশ শ্রেণির কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের কার্যক্রম রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'Civics' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'সিভিস' (Civis) এবং 'সিভিটাস' (Civitas) থেকে।

**খ** মূল্যবোধ ও নৈতিকতা উভয়ই সমাজস্বীকৃত আচরণের সমষ্টি।

নৈতিকতা হলো এক ধরনের মানসিক অবস্থা যা মানুষকে সমাজের প্রেক্ষিতে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। নৈতিকতা মানুষের মনে উদ্ভব ও বিকশিত হয় এবং এটিকে সমাজ লালন করে। অপরদিকে, মূল্যবোধ এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা। সমাজের বসবাসকারী মানুষের শ্রম্ধাই মূল্যবোধের ভিত্তিস্বরূপ। অর্থাৎ, মূল্যবোধও এক ধরনের নৈতিকতা। তাই বলা হয়, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মূদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

**গ** উদ্দীপকের শিক্ষকদের আলোচনার বিষয়বস্তু একাদশ শ্রেণির পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সুনাগরিকতা, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতির অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে আলোচনা করে। সুশাসন, সুশাসনের গুরুত্ব, মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা, সাম্য, ই-গভর্নেন্স, নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি বিষয়ও পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ, সংবিধানের প্রকৃতি ও শ্রেণিভেদ, সরকারের প্রকৃতি ও শ্রেণিভেদ, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ বা বিভাগের প্রকৃতি, সংগঠন ও কার্যাবলি, নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, জনমত প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়। এসব বিষয়বস্তুর পাশাপাশি বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়েও পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে সুন্দরভাবে নাগরিক, সুশাসন, ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে শিক্ষকের আলোচনা করেন। যা পৌরনীতি ও সুশাসনকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষকের আলোচনার বিষয়বস্তুর সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের সাদৃশ্য রয়েছে।



**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের কার্যক্রম রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ—  
উক্তিটির সাথে আমি একমত।

রাষ্ট্রের উপাদান চারটি। এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার। মূলত সরকারই রাষ্ট্রের চালক হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সরকারের ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও সরকারের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষকের বক্তব্য শ্রবণ করে ছাত্ররা সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। যা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী এবং পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কাজ করে। যার ফলে, নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, নাগরিকের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়, গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়। সরকার দেশের অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নেও কাজ করে। এছাড়াও দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, নাগরিক সেবা দান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রণয়নেও সরকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একটি সমৃদ্ধ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে সরকারের এসব কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের কার্যক্রম রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ— কথাটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ৩২** কাওসার ও সুজন এ বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে তারা সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে পড়াশুনা করতে চায়। এ প্রসঙ্গে তাদের বাবা জনাব ফয়েজুর রহমান পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত "একটি বিষয়" নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, বিষয়টি পাঠ করলে তারা রাষ্ট্র, সংবিধান এবং দেশের রাজনীতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি মনে করেন, "ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ উক্ত বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করে।"

[স্ক্রমাস হোম, সিলেট] এর নং ১/

- ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয়টি পাঠের ফলে যে সকল সুফল লাভ করা যায় সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Civics'।

**খ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পৌরনীতি ও সুশাসন অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আর পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। পৌরনীতি ও সুশাসন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। অপরদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঐ একই সমস্যাগুলোকে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।

**গ** সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৩৩** জনাব 'ক' একজন শিক্ষক। তিনি তাঁর ছাত্রদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন প্রত্যেককেই নিজ নিজ রাষ্ট্রের উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ] এর নং ৫/

- ক. পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত জ্ঞান তোমাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে — তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

#### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতি হলো সেই শাস্ত্র, যা নাগরিকের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অধিকার ও কর্তব্য এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের সমস্যা সমাধান ও পর্যালোচনা করে।

**খ** নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

**গ** উদ্দীপকে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়েছে। পৌরনীতি ও সুশাসনের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা। নাগরিকের উত্তম জীবন নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। উত্তম নাগরিক জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে। কীভাবে যথাযথভাবে নাগরিকের অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালন করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার একান্ত প্রয়োজন। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে নাগরিকগণ তাদের এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত থাকে। প্রত্যেক নাগরিককে তার কর্তব্য কী কী, কেন কর্তব্য পালন করতে হয়, অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক কী এসব সম্পর্কে জানতে হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং ব্যক্তিকে অধিকার উপভোগের পাশাপাশি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব 'ক' একজন শিক্ষক। তিনি তার ছাত্রদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যেহেতু নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে আলোচনা করা হয়, সেহেতু বলা যায়, উদ্দীপকে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান আমাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আমি মনে করি।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। তাই একজন নাগরিকের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন ও অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিহার্য। রাষ্ট্রের সব নাগরিকই সুনাগরিক নয়। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম এই তিনটি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে সুনাগরিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিবেকবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে এবং অন্যায় ও অসৎ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এছাড়া রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। আত্মসংযমী ব্যক্তি নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সত্যতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে।



পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সূনাগরিকতা, সূনাগরিকের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়, নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। এছাড়া পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে নাগরিকগণ নিজেদেরকে সং, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী, দায়িত্বশীল, বিবেকবান এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। একমাত্র পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান মানুষকে সূনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান আমাকে সূনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

**প্রশ্ন ৩৪** জবা উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। সে তার পাঠ্যবিষয় হিসেবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্বাচন করেছে। যার প্রথমটি রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির কার্যাবলি ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করে, আর অপরটি কীভাবে একজন নাগরিক আয় ও ব্যয়ের সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবনকে সমৃদ্ধ করা যায় তার শিক্ষা দেয়।

[ক্যান্টনমেন্ট গারলিক স্কুল ও কলেজ, মাদারিহাট | প্রশ্ন নং ১]

- ক. পৌরনীতি সম্পর্কে ই.এম. হোয়াইট প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লেখ। ১
- খ. পৌরনীতিকে কেন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম বিষয়টি অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় দুটি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত — বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতির সংজ্ঞায় ই. এম. হোয়াইট বলেন, পৌরনীতি হলো মানব জ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে।

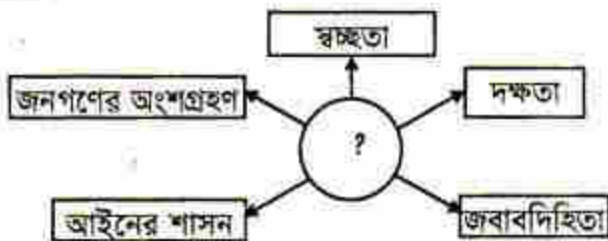
**খ** নাগরিক ও নাগরিকের জীবনের সাথে যুক্ত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে যুক্ত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

**গ** সৃজনশীল ২৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

#### প্রশ্ন ৩৫



[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]

- ক. উদ্দীপকের '৩' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? ১
- খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীরূপ ভূমিকা পালন করে বলে তুমি মনে করো? ৪

#### ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উদ্দীপকের '৩' চিহ্নিত স্থানে সুশাসন বসবে।

**খ** আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং সব কিছুই ওপরে আইনের প্রাধান্যের স্বীকৃতিকে বোঝায়।

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে—এটাই আইনের শাসনের বিধান। আইনের শাসন ব্যক্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

**গ** উদ্দীপকে সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন। সুশাসন নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করে। আর নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়গুলো যা স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন ও জনগণের অংশগ্রহণ মূলত সুশাসনের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। স্বচ্ছতা সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হয় বলে নাগরিকদের কোনো হয়রানির শিকার হতে হয় না। জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। কার্যকর ও দক্ষ প্রশাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের অন্যতম দাবি হলো রাষ্ট্রে একটি স্বচ্ছ আইনি কাঠামো থাকবে এবং এটি সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়েই সম্ভব। এছাড়া সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কাজে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ। নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণই সুশাসনের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। উদ্দীপকে সুশাসনের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে আমি মনে করি।

সুশাসন হলো অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও দক্ষ শাসনব্যবস্থা যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেয়। সুশাসনের ধারণার আলোকে এর কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না।

উদ্দীপকে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। আইনের শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। এর দ্বারা সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আইনের শাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুশাসনের অন্যতম শর্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা আনয়ন করা। এর ফলে শাসক-শাসিত, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী-পালনকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে না। প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আবশ্যিকীয় শর্ত। এছাড়া দক্ষতা সুশাসনের পূর্বশর্ত। কেননা, দক্ষ প্রশাসনই পারে রাষ্ট্রীয় সকল পরিচালনাকে বাস্তবায়িত করতে। এছাড়াও সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সকল জনগণের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে নাগরিক ও তাদের সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে গতিশীল করা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়েই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর অনুপস্থিতি সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ৩৬** আরিদের রাষ্ট্রে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান। কারণ, সেখানে সরকার দক্ষতা ও সর্বত্র স্বচ্ছতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকায় দুর্নীতি সেখানে নেই বললেই চলে।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]



- ক. Civics শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ১  
 খ. একজন নাগরিকের পৌরনীতি বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক কেন? ২  
 গ. আরিনের রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থার কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** Civics শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে।

**খ** নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্ক জানতে একজন নাগরিকের পৌরনীতি বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

নাগরিক এবং নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পৌরনীতি। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক তথা সার্বিক দিকের কর্মবেশি আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু। পৌরনীতি পাঠের মধ্য দিয়ে সূনাগরিকের গুণাবলি জানা যায় এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। তাই একজন নাগরিকের পৌরনীতি বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

**গ** আরিনের রাষ্ট্রে সূনাগরিকের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সূনাগরিক। সূনাগরিক জনগণের চাহিদা কী তা জানার আগ্রহ ও দক্ষতা সরকারের থাকে। সরকার আন্তরিকভাবে এসব চাহিদা পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরিনের রাষ্ট্রে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান। কারণ সেখানে সরকার দক্ষতা ও সর্বত্র স্বচ্ছতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকায় দুর্নীতি সেখানে নেই বললেই চলে। এখানে মূলত সূনাগরিকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা সূনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের শাসন ছাড়া সূনাগরিক প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্বচ্ছতাও সূনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বচ্ছতা বলতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতাকে বোঝায়। সূনাগরিকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সরকারের কার্যকারিতা ও দক্ষতা। সূনাগরিক দক্ষতা প্রত্যয়টির সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে আরিনের রাষ্ট্রে রয়েছে। তাই বলা যায়, আরিনের রাষ্ট্রে সূনাগরিকের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রে সূনাগরিক বিদ্যমান রয়েছে।

সূনাগরিক বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসক-শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক বজায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা হলো সূনাগরিক। সূনাগরিকের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রে সূনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সরকারের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনের বিষয়ে বলা হয়েছে। এছাড়াও সূনাগরিক আরো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন— কোনো রাষ্ট্রে সূনাগরিকের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ। এ অংশগ্রহণ কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হলে তা সূনাগরিকের অন্তরায় বলে গণ্য হয়। সূনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জবাবদিহিতা। সূনাগরিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সব সেবাদায়ী প্রতিষ্ঠানকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়। সূনাগরিক প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজের ভূমিকাকে বর্তমানে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সুশীল সমাজ সাধারণত নিরপেক্ষ থেকে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করার চেষ্টা করে। সূনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। কেননা এর মাধ্যমেই শক্তিশালী জনমত

গঠিত হয়। জনমত সূনাগরিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থাও সূনাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও অনেকে সূনাগরিকের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সূনাগরিকের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সূনাগরিক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ৩৭** মিতু দ্বাদশ শ্রেণির একজন ছাত্রী। সে খুব আগ্রহ নিয়ে নাগরিকতার অতীত ও বর্তমান চিন্তা করে। সে মনে করে সূনাগরিক তৈরির সবচেয়ে বড় উপায় হলো সূনাগরিক প্রতিষ্ঠা। তার একটি পাঠ্যবইয়ে সে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছে। মিতু মনে করে সূনাগরিক হওয়া এবং সূনাগরিক প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ গ্রন্থ পাঠের বিকল্প নেই।

[সরকারি শাখা সূনাগরিক কলেজ, বগুড়া। এর নং ১/]

- ক. কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পৌরনীতি গড়ে উঠেছে? ১  
 খ. পৌরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক অল্প কথায় লিখ। ২  
 গ. উদ্দীপকে যে বিষয় দুটি প্রদর্শিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. “সূনাগরিক হওয়া এবং সূনাগরিক প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ গ্রন্থ পাঠের বিকল্প নেই”— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নাগরিকতার উপর ভিত্তি করে পৌরনীতি গড়ে উঠেছে।

**খ** পৌরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিবিড়।

একই চিন্তাভাবনার ধারাবাহিকতায় পৌরনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। যে শাস্ত্র ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই রাষ্ট্রের মানুষের কার্যাবলি পর্যালোচনা করে। কেননা, রাষ্ট্র ও নাগরিক অবিচ্ছেদ্য এবং পরস্পর নির্ভরশীল। তাই বলা যায়, পৌরনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

**গ** উদ্দীপকে পৌরনীতি ও সূনাগরিকের সূনাগরিকতা এবং সূনাগরিক বিষয় দুটি প্রদর্শিত হয়েছে।

নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হিসেবে পৌরনীতি ও সূনাগরিক সূনাগরিকতার বিভিন্ন দিক এবং সূনাগরিক নিয়ে আলোচনা করে। বৃন্দ, বিবেক ও আত্মসংযম সম্পন্ন নাগরিককে বলে সূনাগরিক। অপাদিকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গঠিত শাসনব্যবস্থাই সূনাগরিক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মিতু খুব আগ্রহ নিয়ে নাগরিকতার অতীত ও বর্তমান চিন্তা করে। সে মনে করে সূনাগরিক তৈরির সবচেয়ে বড় উপায় হলো সূনাগরিক প্রতিষ্ঠা। সে তার পাঠ্যবইয়ের এসব জানতে পেয়েছে। সূনাগরিক হওয়া এবং সূনাগরিক প্রতিষ্ঠায় যার কোনো বিকল্প নেই। এখানে মূলত সূনাগরিকতা এবং সূনাগরিকের বিষয়টিই বলা হয়েছে। কেননা পৌরনীতি ও সূনাগরিক সূনাগরিকতা ও সূনাগরিক উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করে। সূনাগরিক প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় কাজে সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে। সূনাগরিক নাগরিকদের মতামত প্রদানে উৎসাহিত করে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে বলে নাগরিকরা আত্মসংযমী হয়। উদ্দীপকে এসব বিষয়েই বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সূনাগরিকতা ও সূনাগরিক বিষয় দুটি প্রদর্শিত হয়েছে।

**ঘ** “সূনাগরিক হওয়া এবং সূনাগরিক প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ গ্রন্থ তথা পৌরনীতি ও সূনাগরিক পাঠের বিকল্প নেই।”— কথাটি যথার্থ।

সূনাগরিক হওয়ার জন্য নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি ও সূনাগরিক পাঠের মাধ্যমে নাগরিক তার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। পৌরনীতির জ্ঞান নাগরিকদেরকে বৃন্দমান, আত্মসংযমী, বিবেকবান, নিষ্ঠাবান করে গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পৌরনীতির জ্ঞান মানুষকে সূনাগরিক করে গড়ে তোলে।



পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা বাড়বে, গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়, দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। বিষয়গুলো চর্চার মধ্যদিয়েই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। কারণ সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য হলো জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দক্ষতা প্রভৃতি। আর সুশাসনের এ বৈশিষ্ট্যগুলো জানার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, সুনাগরিক হওয়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের কোনো বিকল্প নেই। কারণ পৌরনীতি ও সুশাসন এ বিষয় দুটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

**প্রশ্ন ৩৮** রিনা একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্যসূচিভূক্ত এমন একটি বিষয় নিয়েছে যেটি সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে তার বন্ধু মিনার পাঠ্যবিষয়টি শিক্ষা দেয় সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মানুষের অসীম অভাব দূর করা যায় এবং সম্পদ, উৎপাদন, বন্টন ব্যবস্থা, বাজেট ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুমিল্লা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. পৌরনীতি সম্পর্কে ই.এম. হোয়াইট এর সংজ্ঞাটি লিখ। ১
- খ. পৌরনীতিকে নাগরিক বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিনার বিষয়টি কিভাবে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিনা ও মিনার পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ই. এম. হোয়াইট তার 'The Philosophy of Citizenship' গ্রন্থে পৌরনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন— 'নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সকল প্রশ্ন নিয়ে সে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।'

**খ** নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়। নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত রিনার বিষয়টি অর্থাৎ, পৌরনীতি ও সুশাসন বিভিন্নভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। রিনার পাঠ্যসূচিভূক্ত বিষয়টি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে যা পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচসূচি অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, রিনার বিষয়টি হলো পৌরনীতি ও সুশাসন। আর পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার যাবতীয় দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতীতে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, নাগরিকতার স্বরূপ, বর্তমান যুগে নাগরিকতার ধরন, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতে নাগরিকের সম্ভাব্য আচরণ ও কার্যাবলি সুনাগরিকতার গুণাবলি ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসন ব্যক্তিকে সুনাগরিকে পরিণত হওয়ার জন্য অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। একইসঙ্গে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগে সচেষ্ট হতে তাগিদ দেয়। এ সচেতনতার ফলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। সুনাগরিক হতে হলে ব্যক্তির বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

এভাবে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টি নাগরিকদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

**ঘ** সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৩৯** একাদশ মানবিক বিভাগের ছাত্রী সুমি পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের আরেকটি বিষয় নিয়েছে। বিষয়টি উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। কীভাবে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অসীম অভাব পূরণের মাধ্যমে সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা যায়, এটাই বিষয়টির মূল লক্ষ্য।

[বুন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১/]

- ক. পৌরনীতির উৎপত্তিগত অর্থ কী? ১
- খ. পৌরনীতি কীভাবে মানবতাবোধ সৃষ্টি করে? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুমি পৌরনীতির সাথে অন্য কোন বিষয়টি নিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি বিষয়েরই লক্ষ্য মানবকল্যাণ— উক্তিটির যথার্থতা নিবূপণ করো। ৪

#### ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৌরনীতির উৎপত্তিগত অর্থ হলো নগর ও নগরবাসী সম্পর্কিত রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে জ্ঞানের সে শাখা গড়ে উঠেছে তাই।

**খ** পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উৎপত্তি, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে এবং ভবিষ্যতে এগুলো কীরূপ হবে বা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের কর্মবেশি আলোকপাত করে থাকে যা থেকে ছাত্রছাত্রীরা মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটায়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত সুমি পৌরনীতির সাথে যে বিষয়টি নিয়েছে সেটি হলো অর্থনীতি।

অর্থনীতি সম্পদ উৎপাদন, বন্টনব্যবস্থা, বিনিয়োগ, বাজেট এবং সর্বোপরি সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে মানবকল্যাণের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

প্রকৃত বাস্তবতায় অর্থনৈতিক কল্যাণ ব্যতীত কোনো ধরনের নাগরিক কল্যাণ সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে বহুমুখী অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এসব অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে অসীম অভাবের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভাবগুলোকে পূরণ করা যায় তা অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। আবার যেহেতু মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত, তাই এই সম্পদের সৃষ্ট ব্যবহার আবশ্যিক। অর্থনীতি সীমিত সম্পদের সৃষ্ট ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একজন রাজনীতিবিদের অর্থনীতির জ্ঞান ও ধাকাও আবশ্যিক। আর অর্থনীতি পাঠে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও সুনাগরিকের গুণাবলি বিকশিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি বিষয় অর্থাৎ, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি উভয়েরই লক্ষ্য মানবকল্যাণ। উক্তিটি যথার্থ।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, আচরণ, প্রত্যাশা প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে। আর অর্থনীতি নাগরিকের সুবিধার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উভয়ের লক্ষ্য নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা।

সমাজসেবা, সমবায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সম্পদের বন্টন, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়গুলো পৌরনীতি ও অর্থনীতি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে। আবার পৌরনীতি ও সুশাসন একজন নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে। অন্যদিকে অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এভাবে এ দুটি বিষয় নাগরিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।



একটি দেশের রাজনৈতিক সংগঠনের স্থায়িত্ব, সমৃদ্ধি, বিবর্তন সে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার কোনো দেশের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সমানভাবে সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত, পৌরনীতি ও সুশাসন আর অর্থনীতির শিক্ষা অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করে গণতন্ত্র বিকাশের সাথে সাথে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠনে ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো নাগরিকের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সমবায় আন্দোলন, কর্মসম্মান, মজুরি, খাজনা প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজগুলো রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

**প্রশ্ন ৪০** ঝিনুক ও শুব দুই ভাই। ঝিনুক শিক্ষকতা করে এবং শুব পেশায় প্রকৌশলী। কিছুদিন আগে শুব ইংল্যান্ড ও জার্মানি গিয়েছিল পেশাগত কাজে। শুব ইংল্যান্ড ও জার্মানির জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে গল্প করছিল। ঝিনুক তাকে বলল যে, “ওই দুটি দেশ ছাড়াও তুমি যদি অন্যান্য দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে এবং নাগরিকতার সাথে জড়িত বিষয় সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চাও তাহলে পৌরনীতি ও সুশাসনের ওপর লেখা কোনো বই পড়বে। কেননা জ্ঞানের এ শাখাটি মূলত নাগরিকতাবিষয়ক বিজ্ঞান।”

(পুলিশ লাইফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. 'নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই পৌরনীতি'— উক্তিটি কার? ১
- খ. শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে পৌরনীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে একজন নাগরিক হিসেবে শুব কতটুকু উপকৃত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে শুব কী কী বিষয় জানতে পারবে? ৪

#### ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** 'নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই পৌরনীতি'— উক্তিটি ই. এম. হোয়াইট-এর।

**খ.** পৌরনীতি একটি সংস্কৃত শব্দ। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics। ল্যাটিন শব্দ Civis ও Civitas থেকে ইংরেজি Civics শব্দের উৎপত্তি। Civis শব্দের অর্থ 'নাগরিক' আর Civitas শব্দের অর্থ নগররাষ্ট্র। তাই উৎপত্তিগত অর্থে Civics বা পৌরনীতি হলো নগররাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিক হিসেবে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

**গ.** পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে উদ্দীপকের শুব নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের দ্বারা উপকৃত হবে।

পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, তার প্রায় সকল দিক নিয়েই পৌরনীতি আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অতীত ও বর্তমান দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবন সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এটি নাগরিককে তার অধিকার ও কর্তব্যবোধের শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হওয়ার উপায় বলে দেয়। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা সম্পর্কীয় জ্ঞানদান করে, নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে, নাগরিকের মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে, সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার শিক্ষা প্রদান করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতেও সাহায্য করে থাকে। সুতরাং, সুন্দর ব্যক্তিগত জীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলতে উদ্দীপকের শুব পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে উপকৃত হবে।

**ঘ.** উদ্দীপকের শুব পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবে।

একজন নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর বিস্তৃত, অর্থাৎ যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়বস্তু বা পরিধি ততদূর প্রসারিত।

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয়, নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ, নাগরিকতার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন মানব সভ্যতার আদি সংগঠন সম্পর্কে, রাজনৈতিক তন্ত্র সম্পর্কে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিমূর্ত বিষয় যথা—আইন, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে।

এছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসন রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অগ্রগতি ও বিকাশ সম্পর্কেও আলোচনা করে। সময়ের স্রোত বেয়ে বিবর্তনের ধারায় কিংবা আন্দোলন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কীভাবে একটি জাতি বা রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে তা পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকের শুব পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করার মাধ্যমে জানতে পারবে।

**প্রশ্ন ৪১** হুসানের বড় ভাই মুনতাসির একজন শিক্ষক। তিনি ক্লাসে তার ছাত্রদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায় তার সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যিক।

(পুলিশ লাইফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. সুশাসনের মূল ভিত্তি কী? ১
- খ. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য মুনতাসিরের ছাত্রদের কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নের ভূমিকা রাখবে— তুমি কি একমত? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** সুশাসনের মূল ভিত্তি হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ।

**খ.** ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচারের জন্য যে মূল্যবোধ তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলা হয়।

নীতি ও উচিত্যবোধ থেকে নৈতিক মূল্যবোধকে বিবেচনা করা হয়। জীবনের পথে ব্যক্তিকে তার কর্মপন্থা স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে হয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে কী করা উচিত আর কী করা অনুচিত, সে বিষয়ে প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তির এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর তার জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। তাছাড়া এ সিদ্ধান্তের যথার্থতা ব্যক্তির জীবনের মূল্যমান নির্ধারণ করে।

পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ প্রভৃতি থেকে মানুষ নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পেয়ে থাকে।

**গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য মুনতাসিরের ছাত্রদের পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন।

পৌরনীতি ও সুশাসন বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবারের বর্তমান ও অতীত রূপ এবং কার্যাবলি; সমাজের বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে। এছাড়া রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রকৃতি ও উৎপত্তির ইতিহাস রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ, সংবিধানের প্রকৃতি ও শ্রেণিভেদ, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ বা বিভাগের প্রকৃতি, সংগঠন ও কার্যাবলি, নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল, জনমত প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সব প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুনাগরিক হিসেবে সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন লাভ করতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।



উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শিক্ষক মুনতাসির ক্লাসে ছাত্রদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায় তার সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দেন। যেহেতু পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা প্রদান করে, সেহেতু বলা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত এসব বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য মুনতাসিরের ছাত্রদের পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞানার্জন অর্জন করা প্রয়োজন।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান তথা 'পৌরনীতি ও সুশাসন' বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে— আমি এ বক্তব্যটির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলিই এর মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এর পরিধি শুধু একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমগ্র বিশ্ব পরিচালনার উপায় বর্ণনা করে।

মানবসভ্যতার বিকাশে আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন জ্ঞান প্রদান করে থাকে। যেমন- পরিবারের মধ্য দিয়েই সমাজের সৃষ্টি এবং এই সমাজেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বসভ্যতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ, সংবিধান, সরকারের প্রকৃতি, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী প্রভৃতি রাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন বিস্তারিত আলোচনা করে। তাই বলা যায় যে, বিশ্বসভ্যতার বিকাশে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ক জ্ঞান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নাগরিকতার আন্তর্জাতিক রূপ সম্পর্কে পৌরনীতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা দান করে। নাগরিকতার অতীত ও বর্তমান অবস্থান পৌরনীতিই নির্দিষ্ট করে দেয়।

অতএব, নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, পৌরনীতি বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

**প্রশ্ন ৪২** শফিক সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে তিনি তার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার করেন। শফিক সাহেব দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন। তিনি তার অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করে থাকেন।

- ক. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয় কত সালে? ১
- খ. 'পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান' ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের কোন দিকটি লক্ষ করা যায়? তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে করো শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সুশাসনের আরো বৈশিষ্ট্য থাকার সুযোগ রয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয় ২০০৯ সালে।

**খ** নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু।

**গ** শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের সুশাসনে দিকটি লক্ষ্য করা যায়।

সুশাসন হলো অংশগ্রহণমূলক স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও ন্যায্যপরায়ণ শাসনব্যবস্থা, যা আইনের শাসন নিশ্চিত করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। বর্তমান সময়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে দুর্নীতি আশঙ্কা থাকে না এবং নাগরিকদের কোনো প্রকার হয়রানির শিকার হতে হয় না। এছাড়া প্রশাসনের কার্যকারিতা ও দক্ষতা সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকেরা দ্রুততার সাথে তাদের প্রয়োজনীয় সেবা পেয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শফিক সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। শফিক সাহেব দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন। তিনি তার অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করে। শফিক সাহেবের এসব কর্মকাণ্ড সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছতা, প্রোতা ও সরকারি কাজে দ্রুততাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের সুশাসনের দিকটি লক্ষ্য করা যায়।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সুশাসনের আরও বৈশিষ্ট্য থাকার সুযোগ রয়েছে।

সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন। উদ্দীপকের শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও কাজের দ্রুততা ফুটে উঠেছে। এছাড়াও সুশাসনের আরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অংশগ্রহণ। কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, নির্বিশেষে সব নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ। আইনের শাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। সুশাসনের অন্যতম দাবি হলো রাষ্ট্রে একটি স্বচ্ছ আইন কাঠামো থাকবে এবং এটি সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। সুশাসনের জন্য সরকারকে অবশ্যই বৈধ হতে হবে। সরকার হতে হবে যথাযথ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত অর্থাৎ জনসমর্থনপুষ্ট। কেননা, সরকারের বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন সুশাসনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের মূল চারিকাঠি। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি সব সেবাদায়ী প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। শক্তিশালী জনমত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক, যা গণমাধ্যমের দ্বারা তৈরি হতে পারে। তাই গণমাধ্যম হতে হবে স্বাধীন এবং সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত। এছাড়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হলো— সাম্য, সুশীল সমাজের ভূমিকা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা ছাড়াও সুশাসনের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সুশাসনের আরও বৈশিষ্ট্য থাকার সুযোগ রয়েছে।

**প্রশ্ন ৪৩** একাদশ শ্রেণির ক্লাসে নজরুল স্যার নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তী ক্লাসে জাকির স্যার চাহিদা ও যোগান বিধি নিয়ে আলোচনা করেন। ছাত্ররা উভয়ের ক্লাস মনোযোগের সাথে শোনে। তাদের ধারণা, যদিও দুটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবুও সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এ দুই শাস্ত্রের তুলনা নেই।

(নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৮/)

- ক. সিভিটাস শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. জাতি রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে নজরুল স্যার কোন বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন? উক্ত বিষয়টি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কী পরস্পর সম্পর্কিত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪



ক সিভিটাস (Civitas) শব্দের অর্থ 'নগররাষ্ট্র'।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্টি রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি নিজেদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালির রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং অভিন্ন লক্ষ্য থাকে।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৪৪ কলেজ পড়ুয়া অর্নবের পরিবারের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। বলা যায়, রাজনৈতিক চেতনা তার রক্তের সাথে মিশে আছে। এ প্রেক্ষিতে কলেজ ছাত্র সংসদের আগামী নির্বাচনে সে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে ইচ্ছুক। এছাড়া ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতির মাধ্যমে অর্নব দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত।

[গার্বজীপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর। প্রশ্ন নং ১]

ক. পৌরনীতি কী? ১

খ. সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য নাগরিক জ্ঞান আবশ্যিক কেন? ২

গ. অর্নবের বাস্তব জীবনে পৌরনীতির শিক্ষা কী কাজে লাগবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সূনাগরিকতার শিক্ষা অর্জনের জন্য এবং নাগরিক চেতনা লাভের জন্য অর্নবের পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে তাই পৌরনীতি।

খ মানুষের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং উন্নততর জীবনবিধানের জন্য অব্যাহতভাবেই টিকে থাকবে।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের জন্য মানুষের পক্ষে রাজনৈতিক জ্ঞান ও পজ্ঞা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা, আচরণ ও ব্যবহারের শিষ্টতা এবং সুস্থতার জন্য পৌরনীতির পাঠ আবশ্যিক। উন্নত জীবন লাভের জন্য মূল্যবোধ, আচরণ, অভ্যাস, নৈতিকতা, আইনের প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি প্রয়োজন। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য শৃঙ্খলা, নিয়মনীতির ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য পৌরনীতির জ্ঞান থাকা দরকার। তাই বলা হয়ে থাকে, সুন্দর জীবন যাপনের জন্য নাগরিক জ্ঞান আবশ্যিক।

গ অর্নবের বাস্তব জীবনে পৌরনীতির শিক্ষা বিভিন্ন কাজে লাগবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, কলেজ পড়ুয়া অর্নবের পরিবারের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। বলা যায়, রাজনৈতিক চেতনা তার রক্তের সাথে মিশে আছে। এ প্রেক্ষিতে কলেজ ছাত্র সংসদের আগামী নির্বাচনে সে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে ইচ্ছুক। এছাড়া ভবিষ্যতে সে জাতীয় রাজনীতির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত।

উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পৌরনীতির শিক্ষা অর্নবের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। কেননা, তার পরিবারের প্রত্যেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। এর ফলে সে সহনশীল ও অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। পাশাপাশি সঠিক জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। নেতৃত্ব ও এর গুণাবলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের মাধ্যমে যোগ্য নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। কলেজ

ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং ভবিষ্যতে জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে দেশে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে পারবে এবং দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে পারবে। কেননা, পৌরনীতি বিষয়ে জ্ঞান নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে। এভাবে পৌরনীতির শিক্ষা অর্ণবের বাস্তব জীবনকে সার্থক করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

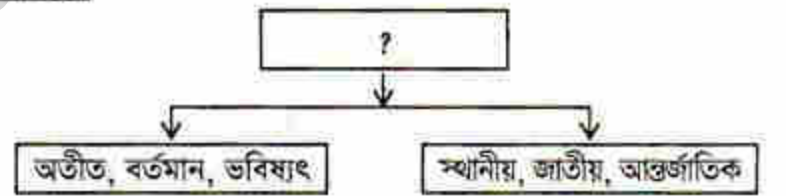
ঘ সূনাগরিকতার শিক্ষা অর্জনের জন্য এবং নাগরিক চেতনা লাভের জন্য অর্ণবের পৌরনীতি পাঠ করা প্রয়োজন। কেননা, এ শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সূনাগরিককে পরিণত হয়।

পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং এর সফল প্রয়োগ স্বাভাবিক, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সূনাগরিক প্রয়োজন। পৌরনীতির শিক্ষা এরূপ সূনাগরিক তৈরিতে সাহায্য করে। এছাড়া সমাজকে সুন্দরভাবে গঠন করার স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার প্রয়োজন। আর দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা পৌরনীতি দিয়ে থাকে।

বর্তমান সমাজে গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন বলা হয়। এক্ষেত্রে জনগণ অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হলে গণতন্ত্র সফল হয়। পৌরনীতি দেশের নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একইসাথে উদার দৃষ্টিভঙ্গি যেকোনো সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারে। পৌরনীতি পাঠের ফলে নাগরিক গোড়ামি ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে পারে যা সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সূনাগরিকতার শিক্ষা অর্জন এবং নাগরিক চেতনাকে লাভের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থাকে সুন্দর করে গঠন করা যায়।

#### প্রশ্ন ৪৫



[নাশাদাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]

ক. Polites শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ICT বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে বিষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও। ৪

#### ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Polites শব্দের অর্থ হলো নাগরিক।

খ ICT-এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)।

অল্পসময়ে, নির্ভুল তথ্যের আদান-প্রদান এবং দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি ধারণাটি বহুমুখী ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। রেডিও, টেলিভিশন, সেলুলারফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার প্রভৃতি উপাদান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। প্রশাসনিক কাজে, ব্যাংক-বীমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মহাকাশ গবেষণা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানবসভ্যতার প্রগতির ধারা আরো গতিশীল হয়েছে।

গ সৃজনশীল ২০ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।



**প্রশ্ন ৪৬** দুই বাল্যবন্ধু মাসুম ও শহীদ দুটি ভিন্ন বিষয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা এসব বিষয়ের প্রতি মাসুমের আগ্রহ বেশি। অন্যদিকে, শহীদের সব সময় মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যয়, বাজেট তৈরি, সম্পদের সুস্থ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করে। মাসুম ও শহীদ পাঠবিষয় নিয়ে আলোচনা করে লক্ষ করল বিষয় দুটি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য কিছু এক।

[বাস্তববাদী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ | প্রশ্ন নং ১/]

- ক. সুশাসন কী? ১  
খ. জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকের মাসুম ও শহীদ যে যে বিষয়ে অধ্যয়নরত ঐ বিষয় দুটির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. বিষয় দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও বিস্তার— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন।

**খ** জবাবদিহিতা হচ্ছে নিজ কর্মের জন্য অন্য ব্যক্তির কাছে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা।

জবাবদিহিতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি যখন তার কাজের জন্য অন্য কারো কাছে উত্তর দেয় যে, সে কাজটা কীভাবে করেছে তখন তাকে জবাবদিহিতা বলে। সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বলতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতাকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নিম্নস্তরের আমলারা তাদের কাজের জন্য উর্ধ্বতন আমলাদের নিকট জবাবদিহি করেন। তদুপ উর্ধ্বতনরাও শাসন বিভাগের কর্তাদের নিকট জবাবদিহি করে থাকেন।

**গ** সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকের বিষয় দুটি অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য নিচে তুলে ধরা হলো—

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো শাস্ত্র যা নাগরিক হিসেবে মানুষের বিবিধ অধিকার ও কর্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে। আর অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে।

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতাবিষয়ক বিজ্ঞান। এর মূল আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র, নাগরিক এবং নাগরিকের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়। অন্যদিকে অর্থনীতি অর্থবিষয়ক বিজ্ঞান। অর্থের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য নিয়ে অর্থনীতির আলোচনা আবর্তিত। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি দুটি ভিন্ন পন্থতিতে অনুশীলন ও অধ্যয়ন করা হয়। অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসন ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতি গাণিতিক পন্থতিতে অনুশীলন ও অধ্যয়ন করা হয়। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বিষয়বস্তুগত দিক থেকে। যেমন-অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো চাহিদা, জোগান, উপযোগ, বাজার, অভাব, উৎপাদন, ভোগ, শিল্প শিল্পায়ন, শেয়ার ইত্যাদি। অথচ এ বিষয়গুলো পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। আবার পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত আইন, সাম্য, স্বাধীনতা, নির্বাচন, নেতৃত্ব, নাগরিকত্ব, জাতীয়তা, সংবিধান ইত্যাদি অর্থনীতিতে আলোচিত হয় না। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিক জীবনাচরণ বিশ্লেষণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। অপরদিকে, অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনাচরণ বিশ্লেষণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি এবং মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। উভয় বিষয়েরই লক্ষ ও উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ মানবকল্যাণ সাধন করা।

**প্রশ্ন ৪৭** বুপাইদা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে জানতে পারে নাগরিক জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পাশাপাশি একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে নিজেকে কি ভাবে গড়বে তাও জানতে পারবে।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১/]

- ক. Civis and Civitas শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. 'পৌরনীতি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** Civis and Civitas শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'নাগরিক' এবং 'নগর রাষ্ট্র'।

**খ** স্বচ্ছতা হলো এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন কর্মকাণ্ড কতটুকু নীতিসঙ্গত বা বৈধ। এক কথায় স্বচ্ছতা হলো সুস্পষ্টতা। এটি সুশাসনের একটি বৈশিষ্ট্য। জবাবদিহিতা হলো সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা। সুশাসনের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি নাগরিক সেবাদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকেও জবাবদিহিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি সুশাসনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সুশাসন নির্ভর করে।

**গ** সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** 'পৌরনীতি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে' উক্তিটি যথার্থ। নাগরিক জীবনের কার্যাবলি আলোচনা করাই হলো পৌরনীতির কাজ।

পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয় বিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসন সুস্থ ও সুন্দর সমাজ জীবন গঠনের শিক্ষাদানের মাধ্যমে নাগরিকতা ও সম্পর্কীয় জ্ঞানদান করে। নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে, নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মূলত রাষ্ট্রের উৎপত্তি। একটি দেশের সূনাগরিকগণ এই দেশের সর্বোত্তম সম্পদ। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা পৌরনীতির আলোচনার পরিধিভুক্ত। অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের অধিকার, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ, অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনার আওতাভুক্ত। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কর্মকাণ্ডের ওপর। পৌরনীতির জ্ঞান নাগরিককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে দেশের জন্য ত্যাগী হতে শেখায়। পৌরনীতি নাগরিকদের নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে। নেতৃত্ব কী, নেতৃত্ব কীভাবে বিকশিত হয়, নেতৃত্বের সমস্যা কী কী, নেতৃত্বের গুণাবলী ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ দরকার তা নাগরিকরা পৌরনীতির আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারে।

অন্যদিকে, নাগরিকরা যদি পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ না করে তাহলে তাদের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। এরূপ অবস্থায় তারা একদিকে যেমন অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও প্রতারণিত হবে, অন্যদিকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না।

সুতরাং সার্বিক আলোচনা প্রমাণ করে, যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে তার প্রায় সকল দিক নিয়েই পৌরনীতি আলোচনা করে।

**প্রশ্ন ৪৮** জনাব 'ক' ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষে নাগরিক, নাগরিকের ক্রিয়াকলাপ, অধিকার ও কর্তব্য নাগরিক জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে পাঠদান করেন। [কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১/]

- ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে? ১  
খ. সুশাসন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর পাঠদানের বিষয়ের সাথে তোমার পঠিত বিষয়ের পরিধি ও বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর পাঠদানের বিষয়টি প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে অপরিহার্য— বিশ্লেষণ করো। ৪



ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হলেন এরিস্টটল।

খ. সুশাসন বলতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

শাসন শব্দটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ হয়ে সুশাসন শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। এটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। সুশাসন অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন চারটি প্রধান স্তরের ওপর নির্ভরশীল। যথা— ১. দায়িত্বশীলতা, ২. স্বচ্ছতা, ৩. আইনি কাঠামো ও ৪. অংশগ্রহণ।

গ. সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর পাঠদানের বিষয়টি তথা পৌরনীতি ও সুশাসন প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে অপরিহার্য" কথাটি যথার্থ।

নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির পদমর্যাদাই হচ্ছে নাগরিকতা। আর পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকতার সাথে জড়িত সব বিষয় নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন পর্যালোচনা করে, যা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পৌরনীতি ও সুশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য পর্যালোচনা করা। নাগরিকের উত্তম জীবন নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে কীভাবে যথাযথভাবে নাগরিকের অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালন করা যায়, তা বিস্তারিতভাবে জানা যায়। এছাড়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার, সূনাগরিকের গুণাবলি, দেশ রক্ষায় সূনাগরিকের ভূমিকা প্রভৃতি দিক নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের অতীত ও বর্তমান রূপ আলোচনার আলোকে এর ভবিষ্যৎ কার্যাবলি কেমন হবে সে সম্পর্কেও পৌরনীতি ইজিত প্রদান করে। পৌরনীতি থেকে অর্জিত জ্ঞান এর সকল প্রয়োগ করলে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠন সহজ হয়ে যায়, যা দ্বারা প্রত্যেক নাগরিক প্রভাবিত হন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, পৌরনীতি হচ্ছে এমন বিজ্ঞান, যা নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল দিক নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে। নাগরিকতার এমন কোনো দিক নেই যা পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে না। তাই বলা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে অপরিহার্য।

প্রশ্ন ৪৯ জনাব 'ক' ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, গ্রামের উন্নয়নে তিনি অত্যন্ত তৎপর থাকেন। অন্যদিকে, জনাব 'খ' একজন জনপ্রিয় নেতা যিনি জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এ সুবাদে তিনি এ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে সার্ক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন।

(বেঙ্গা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম। এর নং ১/)

- ক. জেডার স্টাডিজ কী? ১
- খ. পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর ক্ষেত্রে নাগরিকতার যে রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. জনাব 'খ' বিশ্ব নাগরিক কথাটি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

ক. জেডার স্টাডিজ বলতে এমন বিষয়কে বুঝায়, যা লৈঙ্গিক বিষয়গুলো নারী-পুরুষের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিদ্যমান বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করে।

খ. পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান আর ইতিহাস হলো মানবজাতির সামগ্রিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। তাই এ দুই বিষয়ের সম্পর্ক নিবিড়।

পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত বিষয় যেমন— পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতে কীরূপ ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়। ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতীত যেমন পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও নিরর্থক হয়ে পড়ে।

গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে নাগরিকতার স্থানীয় রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় নাগরিকতার স্থানীয় রূপ। নাগরিকতার স্থানীয় রূপ বলতে ঐ প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে একজন নাগরিক স্থানীয়ভাবে কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং এর বিনিময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। ব্যক্তির নাগরিক জীবন শুরু হয় স্থানীয়ভাবে। ফলে এলাকার স্থানীয় সদস্য হিসেবে নাগরিক কতগুলো সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন— নাগরিক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনের সদস্য হিসেবে কর প্রদান, কাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও এর রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রভৃতি কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকের এ সমস্ত কার্যাবলির মাধ্যমে নাগরিকতার স্থানীয় রূপটিই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব 'ক' তার ইউনিয়নের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাস্তাঘাট, জনস্বাস্থ্য, সচেতনতামূলক কাজ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন প্রভৃতি কাজে জনগণকে সম্পৃক্ত করেন। যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ ও এর কার্যাবলি নাগরিকতার স্থানীয় রূপের সাথে জড়িত তাই বলা যায়, জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড নাগরিকতার স্থানীয় রূপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকের জনাব 'খ' বিশ্ব নাগরিক কথাটি যথার্থ।

বর্তমান যুগে নাগরিক জীবন কেবল একটি মাত্র দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সময়ের সাথে সাথে নাগরিক বিশ্ব নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেছে। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে একজন নাগরিক বিশ্ব সমাজের সদস্য। রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্রের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তাই রাষ্ট্রের সাথে সাথে নাগরিকেরও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে পরিচয় ঘটে।

নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বশান্তি ও অগ্রগতির জন্য মানুষ গড়ে তুলছে জাতিসংঘসহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা যা নাগরিকের ভূমিকার ক্ষেত্রে প্রসারিত করছে। কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক যখন বিশ্ব সমাজ থেকে নানারকম অধিকার ভোগ করে এবং বিনিময়ে বিশ্ব সমাজের অপরাপর নাগরিকের প্রতি কর্তব্যবোধে উদ্দীপ্ত হয় তখন নাগরিকতা আন্তর্জাতিকতায় রূপ নেয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব 'খ' একজন জনপ্রিয় নেতা যিনি জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এ সুবাদে তিনি এ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে সার্ক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। যা থেকে বোঝা যায় জনাব 'খ' বিশ্ব নাগরিক।

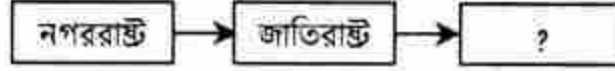


## প্রথম অধ্যায়: পৌরনীতি ও সুশাসন পরিচিতি

### ★★ পৌরনীতির ধারণা

১. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? /ক/ কো. ১৬, ১৭  
ক) Civis                      খ) Civitas  
গ) Polis                      ঘ) Civics
২. Civitas শব্দের অর্থ কী? /দি. কো. ১৬, ১৭; ব. কো. ১৬, ১৭; ৪ কো. ১৬; ৫ কো. ১৭/  
ক) নগর                      খ) নগররাজ্য  
গ) রাষ্ট্র                      ঘ) নাগরিকতা
৩. নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান কোনটি? /ক/ কো. ১৬, ১৭  
ক) ইতিহাস                      খ) অর্থনীতি  
গ) পৌরনীতি                      ঘ) যুক্তিবিদ্যা
৪. 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব।' -উক্তিটি কে করেছেন? /জান/  
ক) প্লেটো                      খ) উইলোবি  
গ) রুশো                      ঘ) এরিস্টটল
৫. কোনটি পৌরনীতি ও সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ? /জান/  
ক) Civics and Good Governance  
খ) Civis and Good Governance  
গ) Civitas and Good Governance  
ঘ) Civics and Civitas
৬. 'নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাই পৌরনীতি' -উক্তিটি কার? /জান/  
ক) সক্রেটিস                      খ) এফ আই গ্রাউড  
গ) এরিস্টটল                      ঘ) ই এম হোয়াইট
৭. পৌরনীতি শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? /জান/  
ক) সংস্কৃত                      খ) ফার্সি  
গ) উর্দু                      ঘ) হিন্দি
৮. কোন ভাষায় নগরকে পুর বা পুরী বলা হয়? /জান/  
ক) গুজরাটি                      খ) ফরাসি  
গ) সংস্কৃত                      ঘ) মণিপুরী
৯. আজমল সাহেব এলাকার মসজিদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অন্যদিকে মেঘনাথ বাবু একই এলাকায় একটি মন্দির পরিচালনা করেন। উভয়ের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? /প্রয়োগ/  
ক) আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান  
খ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান  
গ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান  
ঘ) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান
১০. বর্তমানে নগররাজ্যের স্থান দখল করেছে কোনটি? /অনুধাবন/  
ক) মহাদেশ                      খ) বৃহদায়তন রাষ্ট্র  
গ) প্রদেশ                      ঘ) সিটি কর্পোরেশন
১১. পৌরনীতি কোন বিজ্ঞানের শাখা? /জান/  
ক) ভৌত বিজ্ঞান                      খ) অজৈব বিজ্ঞান  
গ) সামাজিক বিজ্ঞান                      ঘ) প্রাণ বিজ্ঞান
১২. প্রাচীন গ্রিসে কোন অধিকার ভোগকারীদের নাগরিক বলা হতো? /জান/  
ক) রাজনৈতিক                      খ) সামাজিক  
গ) অর্থনৈতিক                      ঘ) সাংস্কৃতিক
১৩. জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা প্রথম কে ব্যক্ত করেন? /জান/  
ক) এরিস্টটল                      খ) টমাস হবস

১৪. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে নাগরিকগণ কোন স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেয়? /অনুধাবন/  
ক) সামাজিক স্বার্থ                      খ) ব্যক্তিগত স্বার্থ  
গ) গোষ্ঠী স্বার্থ                      ঘ) দলীয় স্বার্থ
১৫. The Philosophy of Citizenship গ্রন্থটির রচয়িতা কে? /জান/  
ক) জেমস গুন্ড                      খ) এফ আই গ্রাউড  
গ) ই এম হোয়াইট                      ঘ) জর্জ জেলেনিক
১৬. উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাসে বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় সম্পর্কিত আলোচনা সাধারণত কোন বিষয়ে স্থান পাবে? /প্রয়োগ/  
ক) অর্থনীতি  
খ) ইতিহাস  
গ) পৌরনীতি ও সুশাসন  
ঘ) যুক্তিবিদ্যা



১৭. ফাঁকা ঘরে নিচের কোনটিকে বসানো যাবে? /প্রয়োগ/  
ক) জাতিসংঘ                      খ) সমাজ  
গ) সার্ক                      ঘ) ব্যক্তিগীবন
১৮. রনি রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিকতা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে তার বোন মোর্শেদা তাকে একটি বিষয় পড়তে বলল। মোর্শেদা রনিকে কোন বিষয় পড়তে বলল? /প্রয়োগ/  
ক) অর্থনীতি                      খ) সমাজবিজ্ঞান  
গ) নীতিশাস্ত্র                      ঘ) পৌরনীতি ও সুশাসন
১৯. Civis + Civitas = Civics. যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে— /অনুধাবন/  
i. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য  
ii. নাগরিকের আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি  
iii. বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii                      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
২০. পৌরনীতি অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিকগণ জানতে পারবে— /অনুধাবন/  
i. রাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান রূপ  
ii. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র সম্পর্কে  
iii. সম্পদ বন্টনের অতীত ও বর্তমান রূপ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii                      খ) ii ও iii  
গ) i ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
২১. উদ্দীপকের রিয়াজের পাঠ্যবিষয় হিসেবে কোন বিষয়টি রাখা উচিত?  
ক) পৌরনীতি ও সুশাসন  
খ) অর্থনীতি                      গ) যুক্তিবিদ্যা  
ঘ) সমাজবিজ্ঞান



২২. উদ্দীপকে আলোচিত প্রসঙ্গসমূহ উচ্চ শিক্ষার কোন পাঠ্যক্রমে রয়েছে?

- ক) সমাজবিজ্ঞান      ঘ) ভূগোল  
গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান      ঙ) ইতিহাস

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব লতিফ সাহেব একজন ধনী কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি প্রায়ই আয়কর ফাঁকি দেন। এছাড়া পানি বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল নিয়মিত পরিশোধ করেন না। তিনি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কোনো নির্বাচনেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না। তিনি তার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নন বলেই দেশাত্রাবোধে উজ্জীবিত হন না।

২৩. জনাব লতিফ সাহেবের কোন বিষয়ের জ্ঞানের অভাব রয়েছে? [প্রয়োগ]

- ক) পৌরনীতি ও সুশাসন  
ঘ) সমাজবিজ্ঞান  
গ) লোক প্রশাসন  
ঙ) অর্থনীতি

২৪. জনাব লতিফ সাহেবের দেশাত্রাবোধ জাগ্রত করতে হলে— [উদ্ধৃতির দৃষ্টান্ত]

- i. নাগরিক অধিকার সচেতন হতে হবে  
ii. কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে হবে  
iii. নাগরিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে হবে

- নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii      ঘ) i ও iii  
গ) ii ও iii      ঙ) i, ii ও iii

★★ পৌরনীতির পরিধি

২৫. পৌরনীতি বিষয়ের নতুন নাম কী? [সি. বো. ১০]

- ক) পৌরনীতি ও শাসন  
ঘ) পৌরনীতি ও লোক প্রশাসন  
গ) পৌরনীতি ও শাসন ব্যবস্থা  
ঙ) পৌরনীতি ও সুশাসন

২৬. জাতিরাষ্ট্র আয়তনে কেমন? [অনুধাবন]

- ক) ক্ষুদ্র      ঘ) নগরের সদৃশ  
গ) বিশাল      ঙ) অতি বিশাল

২৭. 'দেশ ঠিক মায়ের মতোই'—এ উপলব্ধিকে কী বলা যায়? [অনুধাবন]

- ক) মানবতাবোধ      ঘ) ভ্রাতৃত্ববোধ  
গ) দেশাত্রাবোধ      ঙ) মমত্ববোধ

২৮. মানবসভ্যতার বিকাশে আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান কোনটি? [জ্ঞান]

- ক) সমাজ      ঘ) রাষ্ট্র  
গ) পরিবার      ঙ) গোষ্ঠী

২৯. কোন ধরনের তত্ত্ব পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত? [জ্ঞান]

- ক) জনসংখ্যা      ঘ) রাজনৈতিক  
গ) অর্থনৈতিক      ঙ) বিবর্তন

৩০. কোনটি বৈশ্বিক সংগঠন? [জ্ঞান]

- ক) সার্ক      ঘ) জাতিসংঘ  
গ) আসিয়ান      ঙ) ইইউ

৩১. ইতিহাস নাগরিকতার অতীতের আলোকে নাগরিকতার কোন পথকে নির্দেশ করে? [জ্ঞান]

- ক) বর্তমানের      ঘ) উন্নতির  
গ) ভবিষ্যতের      ঙ) প্রগতির

৩২. বাংলাদেশ সংবিধান সম্পর্কিত আলোচনা নাগরিকতার কোন দিক সম্পর্কিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত? [অনুধাবন]

- ক) আন্তর্জাতিক      ঘ) আঞ্চলিক  
গ) জাতীয়      ঙ) স্থানীয়

৩৩. বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয়। এ বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে কোনো ছাত্রকে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে? [প্রয়োগ]

- ক) সামাজিক      ঘ) অর্থনৈতিক  
গ) রাজনৈতিক      ঙ) সাংস্কৃতিক

৩৪. ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা, ১৯৭০ এর নির্বাচন, ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতি বিষয়গুলো কোন জাতীয় ঘটনা? [প্রয়োগ]

- ক) প্রশাসনিক      ঘ) রাজনৈতিক  
গ) সামাজিক      ঙ) দলীয়

৩৫. মার্কিন ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয় দ্বারা কোনটি বোঝা যায়? [অনুধাবন]

- ক) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা  
ঘ) অর্থনৈতিক অগ্রগতি  
গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য  
ঙ) মানবতা

৩৬. হাসান গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। হাসানের সিটি কর্পোরেশন নাগরিকতার কোন দিক? [প্রয়োগ]

- ক) জাতীয় দিক      ঘ) আন্তর্জাতিক দিক  
গ) স্থানীয় দিক      ঙ) আঞ্চলিক দিক

৩৭. মিজান সাহেব একজন সরকারি কলেজের শিক্ষক। তিনি ছাত্রদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য ও সূনাগরিকদের গুণাবলি অর্জনের উপায়ও শিক্ষা দেন। তিনি নাগরিকতার কোন দিকটি নিয়ে কাজ করছেন? [প্রয়োগ]

- ক) জাতীয় দিক      ঘ) স্থানীয় দিক  
গ) আন্তর্জাতিক দিক      ঙ) আঞ্চলিক দিক

৩৮. বাংলাদেশের জনগণ ভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করে। এটি নাগরিকতার কোন দিককে ইজিত করে? [প্রয়োগ]

- ক) স্থানীয় দিক      ঘ) জাতীয় দিক  
গ) আন্তর্জাতিক দিক      ঙ) আঞ্চলিক দিক

৩৯. রওনক তার দেশের বিভিন্ন সময়কার সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে জানতে চায়। তার কোন বিষয়টি পাঠ করা উচিত? [প্রয়োগ]

- ক) সমাজবিজ্ঞান      ঘ) ইতিহাস  
গ) পৌরনীতি      ঙ) নৃ-বিজ্ঞান

৪০. কামাল ইসলাম ধর্মে আর রাজিব সাহা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। দুজনেই সাম্প্রদায়িক গোড়ামি, দীনতা, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে মুক্ত। কামাল ও রাজিব কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছে বলে মনে কর? [প্রয়োগ]

- ক) লোক প্রশাসন      ঘ) অর্থনীতি  
গ) প্রাণ বিজ্ঞান      ঙ) পৌরনীতি ও সুশাসন



৪১. পৌরনীতি পাঠে যে সব বিষয় সম্পর্কে জানা যায়—

[কি. খে. ১৩]

- নাগরিকের কার্যাবলি
- নাগরিকের আচার আচরণ
- নাগরিকের সংস্কৃতি

- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii      ঘ. i ও iii  
গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

### ★★ সুশাসনের ধারণা

৪২. সুশাসন এক ধরনের— [বি. এন. কলেজ, ঢাকা]

- ক. রাজনৈতিক ধারণা  
খ. প্রশাসনিক ধারণা  
গ. সামাজিক ধারণা      ঘ. মানসিক ধারণা

৪৩. উৎপত্তিগত দিক থেকে কোন শব্দটি জায়াজ পরিচালনার সাথে সম্পর্কযুক্ত? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক. Citizen      ঘ. City state  
গ. Governance      ঘ. Civics

৪৪. 'Governance' ইংরেজি প্রতিশব্দটি কোন ভাষার শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে? [জান]

- ক. গ্রিক      ঘ. ল্যাটিন ও জার্মান  
গ. চীনা ও টিউটনিক      ঘ. রোমান ও জার্মান

৪৫. বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে সুশাসন কয়টি স্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত? [জান]

- ক. ২টি      ঘ. ৩টি  
গ. ৪টি      ঘ. ৫টি

৪৬. সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বারা কোনটি নির্দেশ করে? [জান]

- ক. শাসনের প্রকৃতি      ঘ. সরকার কাঠামো  
গ. সরকারের ধরন  
ঘ. নাগরিক অধিকারের প্রকৃতি

৪৭. পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের দৃষ্টিতে গভর্নেন্স কী [জান]

- ক. শাসনের ব্যবস্থা      ঘ. সুশাসন  
গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া  
ঘ. জন-অংশগ্রহণ

৪৮. ইউএনজিপি-এর দৃষ্টিতে গভর্নেন্স মূলত কী? [অনুধাবন]

- ক. ক্ষমতার ব্যবহার      ঘ. জনগণের চাহিদা  
গ. কর্তৃত্বের চর্চা  
ঘ. জনগণের বৈধ অধিকার

৪৯. সুশাসন ধারণাটি কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত? [জান]

- ক. বিশ্বব্যাংক      ঘ. জাতিসংঘ  
গ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন  
ঘ. আইএলও

৫০. বিশ্বব্যাংক কত সালে প্রকাশনার মধ্য দিয়ে গভর্নেন্সকে সংজ্ঞায়িত করেছিল? [জান]

- ক. ১৯৯১ সালে      ঘ. ১৯৯২ সালে  
গ. ১৯৯৩ সালে      ঘ. ১৯৯৪ সালে

৫১. সংগঠন পরিচালন প্রক্রিয়া, লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়া ও সংগঠন কাঠামোর সমন্বিত রূপকে কী বলে আখ্যায়িত করা যায়? [অনুধাবন]

- ক. গভর্নেন্স      ঘ. প্রসেস  
গ. গভর্নেন্স      ঘ. ই-গভর্নেন্স

৫২. গভর্নেন্স প্রত্যয়টির ইতিবাচক অর্থে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [জান]

- ক. রাজতান্ত্রিক শাসন      ঘ. সুশাসন  
গ. গণতন্ত্র      ঘ. সাংবিধানিক শাসন

৫৩. গভর্নেন্স এর প্রধান উপাদান কয়টি? [জান]

- ক. ২টি      ঘ. ৩টি  
গ. ৪টি      ঘ. ৫টি

৫৪. কোন বিষয়টিকে সরকারের উচ্চগুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [অনুধাবন]

- ক. গণতন্ত্র  
খ. রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ  
গ. সুশাসন      ঘ. বাকস্বাধীনতা

৫৫. প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার প্রতিনিধিরা কিভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকে? [অনুধাবন]

- ক. জনগণের দ্বারা  
খ. সরকার কর্তৃক মনোনীত  
গ. সামাজিক শ্রেণি কর্তৃক  
ঘ. রাজনৈতিক দল মনোনীত

৫৬. সুশাসন সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে আঁখি বলেছিল, সুশাসন হলো টেকসই, সমতাপূর্ণ ও শক্তিশালী উন্নয়নের ধারক এবং আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। আঁখির ধারণার সাথে কোন প্রতিষ্ঠানের ধারণার সাদৃশ্য রয়েছে? [প্রয়োগ]

- ক. ইউরোপীয় ইউনিয়ন  
খ. বিশ্বব্যাংক  
গ. ওইসিডি      ঘ. ওডিএ

৫৭. কাউসারের দেশের সরকার জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাউসারের দেশে কোনটি বিদ্যমান? [প্রয়োগ]

- ক. সমাজতন্ত্র      ঘ. রাজতন্ত্র  
গ. সুশাসন      ঘ. স্বৈরতন্ত্র

৫৮. কোন দেশে যদি স্বাধীন বিচার বিভাগ বিদ্যমান থাকে, তাহলে ঐ দেশের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সমর্থন যোগ্য? [প্রয়োগ]

- ক. সুশাসন বিদ্যমান      ঘ. সমাজতন্ত্র বিদ্যমান  
গ. গণতন্ত্র বিদ্যমান      ঘ. ধর্মীয় শাসন বিদ্যমান

৫৯. গভর্নেন্স বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত — [অনুধাবন]

- i. ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতির সাথে  
ii. রাজনৈতিক জবাবদিহিতার সাথে  
iii. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে

- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii      ঘ. i ও iii  
গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

### ★★ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

৬০. সংবেদনশীলতা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী?

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক. লজ্জা      ঘ. সাদা  
গ. দায়িত্বশীলতা      ঘ. স্বচ্ছতা

৬১. স্বচ্ছতা এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [নবাব সিরাজ উদ্-দৌলা সরকারি কলেজ, নবাবপুর]

- ক. Transport      ঘ. Transparency  
গ. Transformation      ঘ. Translate



৬২. সুশীল সমাজ হচ্ছে— (ক পো ১৬/)
- (ক) বিজ্ঞান শ্রেণি (খ) ব্যবসায়ী সম্প্রদায়  
(গ) রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি  
(ঘ) শিক্ষিত শ্রেণি
৬৩. সুশাসনের বৈশিষ্ট্য অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য কী? [জান]
- (ক) টেকসই মানবাধিকারের উন্নয়ন  
(খ) জবাবদিহিতা অর্জন  
(গ) আইনের শাসন  
(ঘ) সংবেদনশীলতা অর্জন
৬৪. নাগরিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা কয়টি বিষয়ের দ্বারা বোঝা যায়? [জান]
- (ক) ২টি (খ) ৩টি  
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি
৬৫. সংবেদনশীলতা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী? [জান]
- (ক) লজ্জা (খ) সাড়া  
(গ) দায়িত্বশীলতা (ঘ) স্বচ্ছতা
৬৬. সিটিজেন চার্টার-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? [জান]
- (ক) নাগরিক ঐক্যমত  
(খ) নাগরিক সনদ  
(গ) নাগরিক চুক্তি (ঘ) নাগরিক অধিকার
৬৭. ঐকমত্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা বলতে মূলত কোন ধরনের স্বার্থের ক্ষেত্রে ঐকমত্য হয়ে থাকে? [অনুধারন]
- (ক) সমাজের ক্ষুদ্র স্বার্থ  
(খ) সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ  
(গ) নাগরিকের ব্যক্তি স্বার্থ  
(ঘ) গোষ্ঠী স্বার্থ
৬৮. কার্যকারিতা ও দক্ষতার অর্থ কী? [জান]
- (ক) রাষ্ট্র ও নাগরিকের হিতকরী প্রতিষ্ঠান  
(খ) ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান  
(গ) দলের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান  
(ঘ) সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
৬৯. সুশাসনের মূল চাবিকাঠি কী? [জান]
- (ক) দক্ষতা (খ) জবাবদিহিতা  
(গ) সাম্য (ঘ) সংবেদনশীলতা
৭০. জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যে বর্তমানে নাগরিকগণ কোনটি ব্যবহার করছে? [জান]
- (ক) তথ্য প্রযুক্তি (খ) দক্ষতা  
(গ) সংবেদনশীলতা (ঘ) আইন
৭১. রুমির দেশে নাগরিকগণের নিকট সেবা পৌছানো বা তাদেরকে কোনো সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে বেধে দেয়া সময়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উক্ত কার্যক্রম সুশাসনের কোন বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে? [প্রয়োগ]
- (ক) জবাবদিহিতা (খ) সংবেদনশীলতা  
(গ) স্বচ্ছতা (ঘ) কার্যকারিতা ও দক্ষতা
৭২. পৌরনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধির অন্তর্ভুক্ত হলো— [বি এ এফ শাহীন কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইল, নবাব সিরাজ-উল-দৌলার সরকারি কলেজ, নাটোর]
- i. নাগরিকতা ii. অধিকার ও কর্তব্য  
iii. সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭৩. সুশাসনের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হলো— [আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; মতিঝিল মডেল স্কুল এক কলেজ, ঢাকা; রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী; বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]
- i. স্বচ্ছতা ii. জবাবদিহিতা  
iii. আইনের শাসন  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৭৪. পূর্নপক্ষে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংক যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয় তা হলো—
- i. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা  
ii. জনগণের সুষ্ঠু চাহিদা  
iii. ক্ষমতা প্রয়োগ পদ্ধতি  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ★★ পৌরনীতির ক্রমবিকাশ
৭৫. বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৌরনীতি কোন বিজ্ঞানের অংশ? [জান]
- (ক) ভৌতবিজ্ঞান (খ) প্রাণ বিজ্ঞান  
(গ) সামাজিক বিজ্ঞান (ঘ) অজৈব বিজ্ঞান
৭৬. প্রাচীনকালে কোথায় নাগরিক ও নগর রাষ্ট্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল? [জান]
- (ক) ইতালিতে (খ) গ্রিসে  
(গ) জার্মানিতে (ঘ) ফ্রান্সে
৭৭. পৌরনীতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন কোথায় শুরু হয়েছিল? [জান]
- (ক) গ্রিসে (খ) রাশিয়ায়  
(গ) ইতালিতে (ঘ) জার্মানিতে
৭৮. দার্শনিক প্লেটো কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন? [জান]
- (ক) গ্রিস (খ) ফ্রান্স  
(গ) ডেনমার্ক (ঘ) সুইজারল্যান্ড
৭৯. বিখ্যাত 'The Republic' গ্রন্থটি কার লেখা? [জান]
- (ক) এরিস্টটল (খ) প্লেটো  
(গ) রেনে দেকার্ত (ঘ) কথেলিস
৮০. 'The Politics' গ্রন্থটি কোন দার্শনিকের লিখিত? [জান]
- (ক) প্লেটো (খ) হিউস  
(গ) এরিস্টটল (ঘ) কান্ট
৮১. ম্যাকিয়াভেলী কোন শতাব্দীতে নগর রাষ্ট্রের স্থলে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা দেন? [জান]
- (ক) ষোড়শ (খ) সপ্তদশ  
(গ) অষ্টাদশ (ঘ) ঊনবিংশ
৮২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোতে কত সালে পৌরনীতি বিষয়টি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়? [জান]
- (ক) ১৮৩০ সালে (খ) ১৮৪০ সালে  
(গ) ১৮৫০ সালে (ঘ) ১৮৬০ সালে
৮৩. মনি এমন একটি বিষয় পড়ছিল যার উৎপত্তি এবং এ সম্পর্কিত অধ্যয়ন প্রাচীন গ্রিসে শুরু হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসে এক একটি নগর ছিল এক একটি রাষ্ট্র। মনি কোন বিষয়টি পড়ছিল? [প্রয়োগ]
- (ক) পৌরনীতির ক্রমবিকাশ  
(খ) সমাজকর্মের ক্রমবিকাশ  
(গ) সমাজবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ  
(ঘ) নৃ-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ



## ★★ সুশাসনের ক্রমবিকাশ

৮৪. সাদেক সাহেব একজন উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার এবং তার কাজের বিবরণী নির্বাহী প্রকৌশলী গ্রহণ করে থাকেন। এখানে সুশাসনের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়েছে? [অনুধাবন]

- (ক) আইনের শাসন (খ) জবাবদিহিতা  
(গ) সকলের মতৈক্য (ঘ) সাম্য ও সর্বভুক্তিকরণ

৮৫. সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্য কী? [জ্ঞান]

- (ক) ব্যক্তির জবাবদিহিতা (খ) ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার  
(গ) ব্যক্তির সংবেদনশীলতা (ঘ) ব্যক্তির দক্ষতা

৮৬. শাসক যদি ন্যায়বান হয় তাহলে আইন অনাবশ্যক আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) সক্রেটিস (খ) প্লেটো  
(গ) এরিস্টটল (ঘ) ম্যাকিয়াভেলি

৮৭. সুশাসন বিষয়টির ধারণা প্রথম কার কাছে পাওয়া যায়? [জ্ঞান]

- (ক) থেলিস (খ) প্লেটো  
(গ) এরিস্টটল (ঘ) সক্রেটিস

৮৮. 'সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের লক্ষ্য'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) এরিস্টটল (খ) ম্যাকিয়াভেলি  
(গ) প্লেটো (ঘ) বুশো

৮৯. উন্নয়নমূলক গণতন্ত্রের ধারণার উদ্ভবে কার ভূমিকা মুখ্য? [জ্ঞান]

- (ক) ম্যাকিয়াভেলি (খ) জ্যা জ্যাক বুশো  
(গ) টমাস হবস (ঘ) সেন্ট একুইনাস

৯০. প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত কৌটিল্য তার 'অর্থশাস্ত্র' নামকগ্রন্থে আইনের শাসন, জনবান্ধব প্রশাসন, যৌক্তিক ও ন্যায্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ইত্যাদির দ্বারা কোন বিষয়ের ইজিাত করেছেন? [প্রয়োগ]

- (ক) সুশাসন (খ) গণতন্ত্র  
(গ) আমলাতন্ত্র (ঘ) প্রজাতন্ত্র

৯১. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে— [চ. কে. '১০']

- i. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়  
ii. উদার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন হয়  
iii. সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯২. বিষয় দুটির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. শাব্দিক অর্থে ii. বৃৎপত্তিগত অর্থে  
iii. বিষয়বস্তুর পরিধির দিক থেকে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## ★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক

৯৩. রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা কী? [চ. কে. '১০']

- (ক) সার্বভৌমত্ব (খ) মন্ত্রিপরিষদ  
(গ) সরকার (ঘ) স্কুল কলেজ

৯৪. নগররাষ্ট্রের স্থলে আধুনিক যুগে কীরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে? [অনুধাবন]

- (ক) বিশ্বরাষ্ট্র (খ) রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্য  
(গ) জাতীয় রাষ্ট্র (ঘ) প্রকৃতির রাজ্য

৯৫. মানবসম্প্রদায়ের কোন বিষয়টিকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রধান উপজীব্য বলে গণ্য করা হয়? [অনুধাবন]

- (ক) সমাজজীবন (খ) রাষ্ট্রীয় জীবন  
(গ) ব্যক্তি জীবন (ঘ) গোষ্ঠী জীবন

৯৬. কাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়? [জ্ঞান]

- (ক) এডাম স্মিথ (খ) এরিস্টটল  
(গ) বুশো (ঘ) জন লক

৯৭. কোনটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রাণ হিসেবে ভূমিকা পালন করে? [অনুধাবন]

- (ক) সরকার (খ) সংবিধান  
(গ) নাগরিক (ঘ) সশস্ত্র বাহিনী

৯৮. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু অপেক্ষা কেমন? [অনুধাবন]

- (ক) ক্ষুদ্রতর (খ) ব্যাপকতর  
(গ) সমান (ঘ) তুলনীয় নয়

৯৯. পৌরনীতি ও সুশাসনের মৌলিক বিষয়বস্তু কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) মানুষের নৈতিকতা  
(খ) মানুষের জ্ঞান  
(গ) মানুষের মনোবিপ্লব  
(ঘ) মানুষের সামাজিক কার্যাবলি

১০০. Polis শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]

- (ক) ক্ষুদ্ররাষ্ট্র (খ) জাতীয়রাষ্ট্র  
(গ) দ্বীপ রাষ্ট্র (ঘ) নগররাষ্ট্র

## ★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক

১০১. জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে কোন যুগে? [বিজ্ঞান ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ঢাকা]

- (ক) প্রাচীন যুগে (খ) মধ্যযুগে  
(গ) প্রাক-মধ্য যুগে (ঘ) আধুনিক যুগে

১০২. জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্রদ্রষ্টা কে ছিলেন? [মাইনস্টোন কলেজ, ঢাকা]

- (ক) এরিস্টটল (খ) ম্যাকিয়াভেলি  
(গ) ফিকটে (ঘ) বোনাপার্ট

১০৩. "ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন।" উক্তিটি কার? [চ. কে. '১০']

- (ক) জন সিলি (খ) ই. ইম. হোয়াইট  
(গ) লর্ড অ্যাকটন (ঘ) এফ. আই. গ্রাউড

১০৪. ম্যাকিয়াভেলি কোন দেশীয় চিন্তাবিদ? [জ্ঞান]

- (ক) ইতালি (খ) গ্রিস  
(গ) জার্মানি (ঘ) যুক্তরাজ্য

১০৫. কোনটি নগর রাষ্ট্র? [জ্ঞান]

- (ক) রোম (খ) স্পার্টা  
(গ) ভেনিস (ঘ) এথেন্স

১০৬. ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণ রেণুর মতো রাজনীতিবিজ্ঞান জমা হয়ে উঠেছে— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) এ. ভি. ডাইসী (খ) ড. গার্নার  
(গ) লর্ড অ্যাকটন (ঘ) সিলি



১০৭. কোনটিকে মানবজাতির সামগ্রিক জীবন দর্পণ রূপে আখ্যায়িত করা হয়? [জ্ঞান]

- ক পৌরনীতি ও সুশাসনকে  
খ ইতিহাসকে  
গ সমাজবিজ্ঞানকে  
ঘ নীতিশাস্ত্রকে

১০৮. অধ্যাপক সিলি বলেছেন, 'ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন'— পৌরনীতি মূলত কোনটির অভাবে ভিত্তিহীন হয়ে পড়বে? [উচ্চতর দক্ষতা]

- ক ঐতিহাসিক দলিল  
খ সাংবিধানিক আইন  
গ তত্ত্ব  
ঘ রাজনৈতিক ঘটনা

১০৯. 'ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণুর মতো রাজনীতি বিজ্ঞান জমা হয়ে উঠেছে।'—এটি কার উক্তি? [জ্ঞান]

- ক গেটেলের  
খ ফাইনারের  
গ অ্যাকটনের  
ঘ গার্নারের

১১০. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক কেমন? [জ্ঞান]

- ক একে অন্যের বিকল্প  
খ গভীর  
গ সীমাবদ্ধ  
ঘ সীমিত

★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

১১১. নিচের কোনটি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়? [কি. বো. ১৪]

- ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান  
খ অর্থনীতি  
গ ইতিহাস  
ঘ সমাজকর্ম

১১২. কোনটি মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে? [অনুধাবন]

- ক বুদ্ধি  
খ অর্থ  
গ সম্পত্তি  
ঘ সামাজিকতা

১১৩. মানুষ রাজনৈতিক জীব কিন্তু 'কীভাবে' ও 'কেন' এর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে কোন শাস্ত্র? [অনুধাবন]

- ক অর্থনীতি  
খ সমাজকল্যাণ  
গ সমাজবিজ্ঞান  
ঘ রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান

১১৪. 'The Republic' গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন? [জ্ঞান]

- ক সক্রেটিস  
খ প্লেটো  
গ এরিস্টটল  
ঘ লাম্বিক

১১৫. আধুনিককালে কী নামে একটি নতুন শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে? [জ্ঞান]

- ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান  
খ রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থা  
গ রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান  
ঘ পদার্থ বিজ্ঞান

১১৬. সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ, বিবর্তন কোন শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়? [অনুধাবন]

- ক সমাজকল্যাণের  
খ সমাজবিজ্ঞানের বিষয়টি  
গ ইতিহাসের  
ঘ নীতিশাস্ত্রের

১১৭. সুমন ইতিহাসের ছাত্র। সংবিধান সম্পর্কে জানতে হলে তার কোনটি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন? [প্রয়োগ]

- ক ভূগোল  
খ পৌরনীতি ও সুশাসন  
গ অর্থনীতি  
ঘ নীতিশাস্ত্র

১১৮. 'ক' বিষয়টি সংগঠিত সমাজ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে 'খ' বিষয়টি অসংগঠিত সমাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করে। 'ক' বিষয়টি কি নামে পরিচিত? [প্রয়োগ]

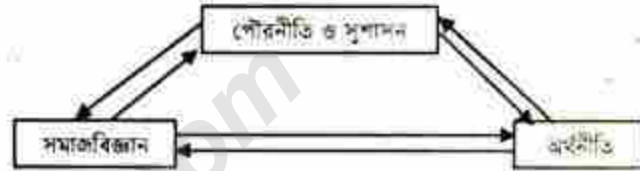
- ক পৌরনীতি ও সুশাসন  
খ সমাজবিজ্ঞান  
গ অর্থনীতি  
ঘ সমাজকর্ম

১১৯. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান একে অপরের— [কি. বো. ১০]

- i. পরিপূরক  
ii. প্রতিযোগী  
iii. সহায়ক  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii  
খ ii ও iii  
গ i ও iii  
ঘ i, ii ও iii

১২০.



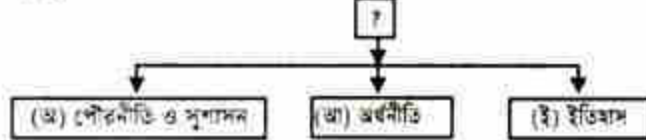
উপরের চিত্রটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে—

- i. পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক  
ii. বৈসাদৃশ্য  
iii. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii  
খ ii ও iii  
গ i ও iii  
ঘ i, ii ও iii

নিচের লেখচিত্রটি দেখে ১২১ ও ১২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২১. [?] চিহ্নিত স্থানে কী হবে? [প্রয়োগ]

- ক সমাজবিজ্ঞান  
খ সমাজকর্ম  
গ সামাজিক বিজ্ঞান  
ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১২২. লেখচিত্রে 'অ' ও 'ই' ঘরে অবস্থিত বিষয় দুটির সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. উভয় শাস্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল  
ii. উভয় শাস্ত্র একে অপরের অংশ  
iii. উভয় শাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক

- ক i  
খ i ও iii  
গ ii ও iii  
ঘ i, ii ও iii

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে লোক প্রশাসনের সম্পর্ক

১২৩. লোক প্রশাসনের আলোচনা পদ্ধতি— [আল-আমিন একাডেমী মুদ্রণ এন্ড কলেক্ট, চাঁদপুর]

- ক ঐতিহাসিক  
খ তথ্যভিত্তিক  
গ বর্ণনামূলক  
ঘ ব্যবহারিক



১২৪. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? [রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী]

- ক স্থানীয়      ঘ জাতীয়  
গ রাষ্ট্রীয়      ঘ আন্তর্জাতিক

১২৫. "রাজনীতি ও প্রশাসন মূদার এপিঠ-ওপিঠ"—এটি কার মত? [জান]

- ক গেটেল      ঘ লাস্কি  
গ বার্জেস      ঘ ডিমক ও ডিমক

১২৬. সাংবিধানিক পদ সম্পর্কে নিচের কোনটি যৌক্তিক? [অনুধাবন]

- ক র‍্যাং      ঘ বিচার বিভাগ  
গ পুলিশ কমিশনার      ঘ ন্যায়পাল

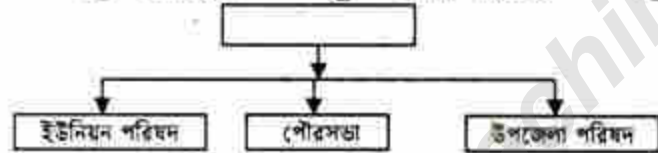
১২৭. কোন স্থানীয় সংস্থার তুমি প্রাথমিক সদস্য? [অনুধাবন]

- ক ইউনিয়ন পরিষদ      ঘ উপজেলা পরিষদ  
গ জেলা পরিষদ      ঘ জাতীয় সংসদ



১২৮. বৃত্ত '৩' এর ' ' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? [প্রয়োগ]

- ক জাতিসংঘ      ঘ সার্ক  
গ ওআইসি      ঘ স্থানীয় সরকার



১২৯. উপরের ফাঁকা ঘরটিতে কী বসবে? [প্রয়োগ]

- ক জাতীয় বিষয়      ঘ স্থানীয় বিষয়  
গ আন্তর্জাতিক বিষয়  
ঘ পররাষ্ট্র বিষয়

১৩০. কোন অধ্যয়ন শাস্ত্র পৌরনীতি ও সুশাসনের উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা পালন করে? [অনুধাবন]

- ক যুক্তিবিদ্যা      ঘ দর্শনশাস্ত্র  
গ লোক প্রশাসন  
ঘ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক

১৩১. সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দান করেন— [জান]

- ক প্রেটো      ঘ জন মার্শাল  
গ এডাম স্মিথ      ঘ জেমস মিল

১৩২. অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় কোনটি? [অনুধাবন]

- ক সম্পদের সুস্থ বণ্টন  
ঘ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ  
গ রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন

ঘ সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণের চেষ্টা

১৩৩. একদলীয় শাসনব্যবস্থা দেখা যায় কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়? [জান]

- ক ধনতান্ত্রিক      ঘ পুঁজিবাদী  
গ ইসলামি      ঘ সমাজতান্ত্রিক

১৩৪. কিউবায় সমাজতান্ত্রিক দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের সম্পত্তি ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়। বিষয়টি কার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? [প্রয়োগ]

- ক লর্ড ব্রাইস      ঘ ই এম হোয়াইট  
গ অ্যাডাম স্মিথ      ঘ ম্যাকাইভার

★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক

১৩৫. Ethics এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? [নবাব মিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]

- ক পৌরনীতি      ঘ ধর্মশাস্ত্র  
গ অর্থশাস্ত্র      ঘ নীতিশাস্ত্র

১৩৬. পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য রয়েছে কোন ক্ষেত্রে? [ভিকাবুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক লক্ষ্যে      ঘ দৃষ্টিভঙ্গিতে  
গ চর্চায়      ঘ অনুশীলনে

১৩৭. প্রেটো রাজার কোন গুণকে প্রাধান্য দিয়েছেন? [জান]

- ক শক্তি      ঘ দার্শনিকতা  
গ নৈতিকতা      ঘ বিচক্ষণতা

১৩৮. কোন দুটি শাস্ত্রের শিক্ষা সামাজিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে? [অনুধাবন]

- ক পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্র  
ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি  
গ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান  
ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস

১৩৯. কোন গুণ একজন নাগরিককে দক্ষতা ও জ্ঞানের উচ্চমার্গে পৌঁছে দিতে পারে? [অনুধাবন]

- ক নৈতিক গুণ      ঘ রাজনৈতিক গুণ  
গ অর্থনৈতিক গুণ      ঘ সামাজিক গুণ

১৪০. শাসক যদি ন্যায়বান হন তাহলে আইন নিম্প্রয়োজন, আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক' উক্তি— [অনুধাবন]

- i. আইনকে অস্বীকার করা হয়েছে  
ii. বিচারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে  
iii. ন্যায়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      ঘ ii ও iii  
গ i ও iii      ঘ i, ii ও iii

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ভূগোলীর সম্পর্ক

১৪১. 'শীতপ্রধান দেশের মানুষ কর্মঠ হয়'- কার উক্তি? [জান]

- ক বুশো      ঘ ডলটোয়ার  
গ মটেন্স্কু      ঘ বার্জেস

১৪২. প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে কোন ভৌগোলিক আবহাওয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়? [অনুধাবন]

- ক শীতপ্রধান অঞ্চলে      ঘ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে  
গ মরু অঞ্চলে      ঘ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে



১৪৩. রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ প্রধানত কীসের ওপর নির্ভর করে? [জ্ঞান]

- (ক) রাজনৈতিক (খ) নদ-নদী  
(গ) ভৌগোলিক অবস্থান  
(ঘ) বনভূমি

১৪৪. ভূগোলের কোন দিকটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে? [জ্ঞান]

- (ক) মহাসাগর (খ) পাহাড়  
(গ) জলবায়ু (ঘ) সীমান্ত

১৪৫. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বহুলাংশে কীসের ওপর নির্ভর করে? [অনুধাবন]

- (ক) রাজনীতি (খ) ভৌগোলিক অবস্থান  
(গ) সীমান্তে উচ্চ পাহাড়  
(ঘ) বর্ডার গার্ড শক্তিশালীকরণ

★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার সম্পর্ক

১৪৬. ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান সম্পদ বৈষম্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করে কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা  
(খ) পৌরনীতি ও সুশাসন  
(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি  
(ঘ) লোক প্রশাসন

১৪৭. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা উভয়ের মূল আলোচ্য বিষয় কী? [জ্ঞান]

- (ক) নাগরিক (খ) নাগরিকত্ব  
(গ) ব্যক্তিত্ব (ঘ) নগর রাষ্ট্র

১৪৮. রাফি এমন একটি বিষয় পড়তে চায় যার আলোচনার পন্থতি মূলত তত্ত্ব ও অনুসন্ধান মূলক। অন্যদিকে রাসেল গাণিতিক এবং বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পন্থতি নিয়ে পড়তে চায়। রাফিকে কোন বিষয়টি পড়তে হবে? [প্রয়োগ]

- (ক) ইতিহাস (খ) অর্থনীতি  
(গ) জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা  
(ঘ) পৌরনীতি ও সুশাসন

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজের সম্পর্ক

১৪৯. পৌরনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় নাগরিকের—

- (ক) অতীত ও বর্তমান  
(খ) স্বাস্থ্য ও শিক্ষা  
(গ) অধিকার ও কর্তব্য  
(ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়

১৫০. হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজের মূল লক্ষ্য কী? [জ্ঞান]

- (ক) ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা  
(খ) জনসংখ্যা বণ্টন  
(গ) প্রশাসন পরিচালনা  
(ঘ) নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

১৫১. কোনটি নাগরিক অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি? [জ্ঞান]

- (ক) ইউনিসেফ (খ) হিউম্যান রাইটস  
(গ) জেন্ডার স্টাডিজ (ঘ) ইউএসআইডি

১৫২. রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার জীবনে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যাপক অসাম্যের অবসান করে সাম্য ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ একটি

সনদ পাস করে। এটি কী নামে পরিচিত? [প্রয়োগ]

- (ক) ভার্সাই সনদ  
(খ) নারীর মানবাধিকার সনদ  
(গ) কোপেন হেগেন সনদ  
(ঘ) ম্যাসট্রিট সনদ

★★ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পর্ক

১৫৩. তথ্য দেওয়া, সংরক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করা এবং নিজের কাজে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকে কী বলে? [জ্ঞান]

- (ক) ই-কমার্স  
(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি  
(গ) হিউম্যান রাইটস (ঘ) ই-পার্লামেন্ট

১৫৪. সুশাসনের অন্যতম একটি শর্ত কী? [জ্ঞান]

- (ক) কল্যাণ রাষ্ট্র (খ) বাকস্বাধীনতা  
(গ) জনসংখ্যার বণ্টন (ঘ) কেন্দ্রীকরণ

১৫৫. কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এক মতবিনিময় সভায় বলেন, দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এখানে চেয়ারম্যান কোন বিষয়টির কথা বলেছেন? [প্রয়োগ]

- (ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি  
(খ) পৌরনীতি ও সুশাসন  
(গ) আইনের শাসন (ঘ) অর্থনীতি

১৫৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে চালু করা হয়েছে— [অনুধাবন]

- i. ই-কমার্স ii. ই-পুঁজি-  
iii. ই-ডেমোক্রেসি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জাহিদ এবার নতুন ভোটার হয়েছে। হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোর দিন তাকে কিছু কাজ করতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদে তাকে ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলতে হয় যা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ হয় এবং তার নাম-ঠিকানা সহ সবকিছু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় জাতীয় তথ্যকোষে। এখন সে জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়ে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আনন্দবোধ করে।

১৫৭. অনুচ্ছেদে পৌরনীতি ও নাগরিকতার সাথে কোন বিষয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে?

- (ক) কম্পিউটার বিজ্ঞান  
(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি  
(গ) জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা  
(ঘ) লোকপ্রশাসন

১৫৮. উক্ত বিষয়টি পৌরনীতি ও সুশাসনের যে বিষয়ের উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে—

- i. ই-গভর্নেন্স  
ii. ই-গণতন্ত্র  
iii. ই-গভর্নামেন্ট  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii